সত্যনারায়ণ পূজার ফর্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, হরিতকী, পঞ্চশস্য, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, শ্বেত সরিষা, মাষকলাই, আসনাঙ্গুরীয় -১ মধুপর্ক বাটি ১ টি, মধু ১ শিঃ, বিষ্ণুর জোড়, সাদা সুতা, তীরকাঠি ৪, পৈতা ৬, সুপারী ২৫, ছুরি ১, কড়ি ৫, ধূপ, ধুনা, তুলা, চৌকি, পাতন বস্ত্র ১, ঘট ১, দ্বারঘট ২, কলাগাছ ২, আম্রপল্লব ৩, সশীষ ডাব ৩, পান ৩২, নারায়ণের ধুতি ১, ঘটের গামছা ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ফল উপকরণ, মিষ্টান্ন, ছানা, মাখন, মিছরি, দধি, দুগ্ধ, গোময়, গোচনা, পানমশলা, কর্পূর, সিন্নীর জন্য কাঠালী কলা দরকার মত, ক্ষীর, কিসমিস, বাদাম, বাতাসা, নারকেলকোরা, আটা, গুড়, দুধ প্রয়োজনমত। কুচা ফুল, ফুলের মালা, ছোট মালা ৩, পুষ্পস্তবক ৫, তুলসী, বেলপাতা, ইট, বালি, কাঠ, গব্যঘৃত, যজ্ঞডুম্বুর, সমিধ, পূর্ণপাত্র ১, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা।

(প্রয়োজনবোধে পুরোহিতগণ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইবেন)।

শুভসূচনী পূজার ফর্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, হরিতকী, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগুঁড়ি, শ্বেত সরিষা, মাষকলাই, আসনাঙ্গুরীয় -১ মধুপর্ক বাটি ১টি, সর্বৌষধি, মহৌষধি, লালসুতা, সিন্দুর কৌটা, আলতা ১ শিঃ, শাঁখা, লোহা, কড়, সিন্দুর চুপড়ী, পান, পানমশলা, ধূপ, ধুনা, কর্পূর, তুলা, শাড়ী ১টি, বিষ্ণুর জোড় ১টি, নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, খই, মুড়কী, বাতাসা, সন্দেশ, নাড়ু, ছানা, ক্ষীর, মাখন, মিছরী, ঘট ১, দ্বারঘট ২, রচনা হাঁড়ি, পঞ্চপল্লব ১ প্রঃ আম্রপল্লব ২, সশীষ ডাব ৩, কলাগাছ ২, অখণ্ড ফল ৫ প্রকার, নারকেল ১।

বিঃ দ্রঃ—এতে হোম করা হয় না দেশ কাল পাত্র অনুরোধে হোম করিলে তাহার দ্রব্যাদি। আমন্ত্রিত ত্রয়োস্ত্রীগণকে সিন্দুর আলতা পরাইয়া প্রত্যেককে খই মুড়কী, মিষ্টান্ন, পান, সুপাড়ী প্রভৃতি সাধ্যমত দিবেন। পরে কুলাচার অনুসারে কার্য্য করিবেন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে পারেন।

সত্যনারায়ণ-পূজাপদ্ধতি

পূজার দ্রব্য সাজাইবার প্রণালী—উত্তরমুখে বসিয়া পূজা করিতে পারা যায়, এরূপ স্থানে আলিপনা দিয়া তদুপরি একখানি পীঠ (পিঁড়ে) পাতিয়ে তাহার উপর একখানি বিশুদ্ধ বস্ত্র বিছাইয়া, তাহার চারি কোণে চারিটি ও মধ্যস্থানে একটি "মোকাম" সাজাইবে (পাঁচটি আস্ত পাণ, পাঁচটি সুপারি ও পাঁচখানি পাকা সিরনিতে একটি মোকাম হয়)। একখানি ছুরি বা কাটারিও পীঠের উপর একপাশে রাখিবে। পীঠের চারি কোণে পতাকা সহ চারিটি তীর বসাইবে। পূজকের সম্মুখে পীঠের কোলে ধান্যের উপর জলপূর্ণ একটি ঘট বসাইবে। তাহার গাত্রে সিন্দুরের একটি পুত্তলিকা আঁকিবে ; এবং মুখে আম্রপল্লব, ও আস্ত রম্ভা ও পুষ্প দিবে। ঘটের পাশে শালগ্রাম বসাইবার জন্য পদ্মাসন রাখিবে। পূজকের জন্য আসন পাতিয়া, তাঁহার বাঁ দিকে (অর্থাৎ দেবতার ডা'ন দিকে) প্রধান নৈবেদ্য ১ খানি, কুঁচা নৈবেদ্য ২০।২২ খানি, পাকা সিরনি (বাতাসা প্রভৃতি), [ইচ্ছা থাকিলে— কাঁচা সিরনি অর্থাৎ গুড়, দুগ্ধ, আটা ও রম্ভা একত্র মিশ্রিত], ও একটি পাত্রের উপর ঘণ্টা রাখিবে। পূজকের ডা'ন দিকে তৈলপ্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ ২টা, দীপ ২টা, ধুনা ও পুষ্পপাত্র (ফুল, শ্বেতচন্দন, তুলসী, দূর্ব্বা, আতপ-তণ্ডুল, তিল, হরীতকী ১টি, কুশের আংটি ২টি, ত্রিপত্র ১টি, যথাশক্তি দক্ষিণা), এবং সম্মুখে কোশা-কুশী ও তাম্রকুণ্ড রাখিবে।

আচমনাদি—সায়ংসন্ধ্যা অতীত হইলে পূজক • উত্তরমুখে বসিয়া, কুশাঙ্গুরীয় পরিয়া আচমন পূর্ব্বক "ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ" বলিবে। তারপর গন্ধাদি সমস্ত দ্রব্য অর্চ্চনা করিবে—"বং" মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ (পুষ্পপাত্র, নৈবেদ্য প্রভৃতিতে গন্ধপুষ্প দিবে), এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ (শালগ্রামে বা তাম্রকুণ্ডের জলে), এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয়-দেবতাভ্যো নমঃ। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ,

• সায়ংসন্ধ্যা ব্যতীত আর কোনও দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য ভোজন করিয়া করিতে নাই। এই জন্য উপবাস করিয়াই সত্যনারায়ণ পূজা করিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ ও ঘৃত খাইতে পারেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ওরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—বলিয়া শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিবে।

তার পর স্বস্তিবাচন করিবে—কুশীতে আতপ-চাউল লইয়া দুই হাতে ধরিয়া, ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।—ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।—ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং॥ তারপর ঘণ্টাবাদ্য সহকারে ঐ চাউল ছড়াইতে ছড়াইতে—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥

সঙ্কল্প—ডান হাঁটু পাতিয়া বসিয়া, কোশায় (৮ আঙ্গুলের কম না হইলে কুশীতে—পাণিশঙ্খে নহে) জল, ত্রিপত্র, তিল, হরীতকী (সুপারি নহে) দিয়া ঐ কোশা বাঁ হাতে রাখিয়া, ডা'ন হাতে আচ্ছাদন করিয়া—(তদ্ বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া) বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামঃ সত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি (নিজের জন্য হইলে—" " এই চিহ্নের অন্তর্গত গোত্র ও নাম বলিবে না এবং "করিষ্যামি" স্থলে "করিষ্যে" বলিবে)। পরে ঐ জল ঈশানকোণে একটু ফেলিয়া, তাম্রকুণ্ডে সমস্ত ঢালিয়া, কোশাটি ভূমিতে উপুড় করিয়া রাখিয়া, তদুপরি একটি পুষ্প দিয়া, সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। যথা,—(সামবেদীর)—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্টাসিচং। উদ্ বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্ বো দেব ওহতে। (যজুর্ব্বেদীর)—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প-মস্তু। (ঋগ্বেদীর) ওঁ যা গুংগূর্যা? সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে।'

তৎপরে—ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।—বলিবে।

জলশুদ্ধি—সম্মুখস্থ ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার বাহিরে গোলাকার এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, তাহার উপর "ওঁ আধারশক্ত

৩ নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "ফট্" মন্ত্রে কোশা ধুইয়া ঐ মণ্ডলের উপর রাখিয়া "নমঃ" বলিয়া উহা জলপূর্ণ করিবে এবং উহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে। তার পর ত্রিপত্র দ্বারা কোশার জল স্পর্শ করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি, জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥" বলিয়া "ঐঁ"

[illegible] ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার বাহিরে গোলাকার এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, তাহার উপর "ওঁ আধারশক্তয়ে

৩ নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া "ফট্" মন্ত্রে কোশা ধুইয়া ঐ মণ্ডলের উপর রাখিয়া "নমঃ" বলিয়া উহা জলপূর্ণ করিবে এবং উহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে। তার পর ত্রিপত্র দ্বারা কোশার জল স্পর্শ করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।" বলিয়া, "ওঁ" মন্ত্রে ঐ জলে গন্ধপুষ্প দিয়া, দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্ত রাখিয়া মৎস্যাকার করত, তদ্দ্বারা কোশার জল আচ্ছাদনপূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তে ৮ বার "ওঁ" জপ করিবে।

আসনশুদ্ধি—"ওঁ হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া নিজ আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া, আসন ধরিয়া বলিবে—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ, সুতলং ছন্দঃ, কূর্ম্মো দেবতা, আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং, পবিত্রং কুরু চাসনং।।" পরে মস্তকে অঞ্জলিসংযোগ দ্বারা নমস্কার করিবে— (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ; (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ ; (সম্মুখে) ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।

প্রাণায়াম—ডা'ন হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডা'ন নাক টিপিয়া, বাঁ হাতে "ওঁ" এই মন্ত্র ৪ বার জপ করিবে, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাঁ নাকও টিপিয়া ঐ মন্ত্র ১৬ বার জপ করিবে ; এবং ডা'ন নাক ছাড়িয়া দিয়া উহা ৮ বার জপ করিবে।

করন্যাস—(একসঙ্গে দুই হাতেই করিতে হয়)—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (তর্জ্জনী দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে), ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ), উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ (মধ্যমা স্পর্শ), ঐং অনামিকাভ্যাং হুং (অনামিকা স্পর্শ), ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (কনিষ্ঠাস্পর্শ), অঃ অস্ত্রায় ফট্ (উভয় করতল ও করপৃষ্ঠ দ্বারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া, বাম করতলের উপর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা আঘাত করিবে)।

অঙ্গন্যাস—আং হৃদয়ায় নমঃ (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শ), ঈং শিরসে স্বাহা (মস্তক স্পর্শ), উং শিখায়ৈ বষট্ (শিখা স্পর্শ), ঐং কবচায় হুং (বাঁ হাত নীচে ও ডা'ন হাত উপরে রাখিয়া দুই হস্তে দুই স্কন্ধ স্পর্শ করিবে), ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্ (দক্ষিণ করতলের উপর বাম করতল রাখিয়া দক্ষিণ করের তর্জ্জনী ও অনামিকা দ্বারা দুই চক্ষু স্পর্শ করিবে), অং অস্ত্রায় ফট্ (করন্যাসের ন্যায়)।

তার পর ত্রিপত্র দ্বারা ঘট স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে।

ধ্যান—বাম করতলে একটি পুষ্প রাখিয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, হৃদয়ের নিকট ধরিয়া সত্যনারায়ণের ধ্যান করিবে—ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং, গুণত্রয়সমন্বিতং। লোকনাথং ত্রিলোকেশং, পীতাম্বরধরং হরিং। ইন্দীবরদলশ্যামং, শঙ্খচক্রগদাধরং। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং, শ্রীবৎসপদ-ভূষিতং। গোবিন্দং গোকুলানন্দং, জগতঃ পিতরং গুরুং।

মানসপূজা—ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া, ক্রোড়দেশে বাম করতলের উপর দক্ষিণ কর উত্তান (চিৎ) ভাবে স্থাপন করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, হৃৎপদ্মে সত্যদেবের অধিষ্ঠান ভাবিয়া, হৃৎপদ্ম—আসন, শিরস্থ সহস্রদল কমল হইতে ক্ষরিত অমৃত—পাদ্য, মন—অর্ঘ্য, উক্ত অমৃত আচমনীয়, উক্ত অমৃত—স্নানজল, শরীরস্থ আকাশ—বস্ত্র, ক্ষিতি—গন্ধ, বুদ্ধি—পুষ্প, প্রাণ-ধূপ, তেজ—দীপ, হৃদয়ে কল্পিত সুধাসমুদ্রের সুধা—নৈবেদ্য, হৃদয়ধ্বনি—বাদ্য, দেহস্থ বায়ু—চামর, শিরস্থ সহস্রদল কমল—ছত্র, শব্দ—গান, ইন্দ্রিয়কার্য্য—নৃত্য ; এইগুলি তাঁহাকে নিবেদন করা হইল ভাবিবে।

পরে আবার সেইরূপে পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া, ঐ পুষ্প নাসিকার নিকট ধরিয়া হৃদয় হইতে দেবতাকে মনে মনে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া, সেখান হইতে নিশ্বাসপথে ঐ পুষ্পে আবির্ভূত হইলেন ভাবিয়া, ঐ পুষ্পটি শালগ্রামের উপর (তদভাবে ঘটের উপর) রাখিবে।

[শালগ্রামের অভাবে ঘটেও পূজা করা চলে ; কিন্তু তাহা হইলে এই সময় আবাহন করিবে ; যথা—(দুই হাত একযোগে চিৎ ভাবে ধরিয়া) ওঁ সত্যনারায়ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (দুই হাত উপুড় করিয়া) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বাহির করিয়া, দুই হাতের মুষ্টি মুখামুখি ধরিয়া) ইহ সন্নিধেহি, (ঐ মুষ্টিদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, (ঐ মুষ্টিদ্বয়কে চিৎ করিয়া) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, (কৃতাঞ্জলি হইয়া) মম পূজাং গৃহাণ।]

গণেশাদির পঞ্চোপচারে পূজা—এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং..., এষ ধূপঃ..., এষ দীপঃ..., এতৎ নৈবেদ্যং... ; প্রণাম। ঐরূপে—ওঁ সূর্য্য নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ আদিপুরুষ,

৬ নমঃ, ওঁ অনাদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায় নমঃ—মন্ত্রে প্রত্যেককে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, আবার সত্যনারায়ণের ধ্যান করিয়া, এতৎ পাদ্যং

নমঃ, ওঁ অনাদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায় নমঃ—মন্ত্রে প্রত্যেককে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, আবার সত্যনারায়ণের ধ্যান করিয়া, এতৎ পাদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ,* ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী— এষোঽর্ঘঃ).... ইদ-মাচমনীয়ং...., এষ মধুপর্কঃ...., এষ গন্ধঃ...., এতৎ পুষ্পং...., এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহ্মরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ, এষ ধূপঃ...., এষ দীপঃ...., এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং...., এতৎ মিষ্টান্নং (পাকা সির্‌নি)...., এতৎ সুমিষ্টপেয়ং (কাঁচা সির্‌নি)....। পরে "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল দিয়া, তার পর বাঁ হাত 'গ্রাস'-আকারে ধরিয়া, ডা'ন হাতে দেবতার মুখে ঐ সকল নৈবেদ্য তুলিয়া দিবার ভাব করিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া, তৎপরে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' বলিয়া একটু জল দিবে। তার পর ইদমাচমনীয়ং...., এতৎ পানার্থোদকং...., এতৎ তাম্বূলং.... বলিয়া জলের ছিটা দিবে।

পরে "ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণস্য আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি—ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায়, শঙ্খচক্র-ধরায় চ। পদ্মনাভায় দেবায়, হৃষীক-পতয়ে নমঃ। নমোঽনন্তস্বরূপায়, ত্রিগুণাত্মবিভাসিনে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। এইরূপে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিনবার দিবে।

স্তুতি—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) ওঁ অচ্যুতং পুণ্ডরীকাক্ষং, নৃসিংহং দৈত্যসূদনং। হৃষীকেশং জগন্নাথং, বাগীশং বরদায়কং॥ গুণাশ্রয়ং গুণাতীতং, গোবিন্দং গরুড়ধ্বজং। জনার্দ্দনং জনানন্দং, জানকীবল্লভং জয়ং। প্রণমামি সদা সত্য-নারায়ণমতঃ পরং। দুর্গমে বিষমে ঘোরে, শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে। বিবিধাপৎসু দুষ্টেষু তথান্যেষ্বপি যদ্ভয়ং। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য, ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ॥**

---

* দশোপচারে পূজা লিখিত হইল। সমর্থ হইলে ষোড়শোপচারেও করিতে পারেন। তাহাতে রজতাসন, মধুপর্ক, বস্ত্র ও রজতাভরণ আবশ্যক।

** পরিপীড়িতে (ভাবে ক্তঃ)। যদ্ভয়ং—তস্মিন্নিতি শেষঃ।

জপ—"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র ১০৮ বার বা ১০ বার জপ করিয়া, জলগণ্ডূষ লইয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, ত্বৎপ্রসাদান্জনার্দ্দন॥" বলিয়া দেবতার নিম্নস্থ দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে ঐ জল ত্যাগ করিবে।

আরতি—দাঁড়াইয়া প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, তার পর পাণিশঙ্খ বা কুশী করিয়া জল, তার পর বস্ত্র (নূতন গামছা, অভাবে জল), তার পর আম্রশাখা লইয়া, প্রত্যেক দ্রব্য দেবতার পদতলে ৪ বার, নাভিদেশে ২ বার, মুখে ৩ বার ও সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে (এই সময়ে ঘণ্টা, শঙ্খ ও কাঁসর বাজাইবে)।

প্রণাম—ওঁ সত্যনারায়ণং দেবং, বন্দেঽহং কামদং শুভং। লীলয়া চ ততং বিশ্বং, যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥

তৎপরে কথা শুনাইবে। কথা শুনাইবার পর দক্ষিণা দিবেন।

দক্ষিণা*—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ—বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া, ত্রিপত্র ও হরীতকী কোশার জলে ডা'ন হাতে ধরিয়া তদুপরি বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীসত্যনারায়ণায় দদানি (নিজের জন্য হইলে—সম্প্রদদে)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—কৃতাঞ্জলী হইয়া "ওঁ কৃতৈতৎসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু"। (প্রতিবচন—ওঁ অস্তু)।

বৈগুণ্য-সমাধান—পুনর্ব্বার কোশার জলে পূর্ব্ববৎ ত্রিপত্র ও হরীতকী ধরিয়া—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র

---

* ব্রাহ্মণকে সমস্ত দিন-উপবাসী থাকিয়া পূজা করিতে হয় ; অতএব ১ টাকা, অন্ততঃ ।৷০ দক্ষিণা দেওয়া উচিত। রামেশ্বরী কথার মধ্যে যে আছে, যতকের সিরনি, তার সিকি দ
দিবে, তাহা বেশী টাকার সিরনির অভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ সত্যনারায়ণ-পূজনকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। "ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥" পড়িয়া ১০ বার "বিষ্ণবে" জপ করিবে। পরে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ পীযূষা পঞ্চরীকাক্ষং, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।

যে আছে, যতকের সিরনি, তার সিকি দক্ষিণা

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ সত্যনারায়ণ-পূজনকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।" "ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।।" পড়িয়া ১০ বার "বিষ্ণুঃ" জপ করিবে। পরে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।" বলিয়া ঐ জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে। "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ।" বলিয়া নারায়ণকে প্রণাম করিবে। (যদি ঘটে আবাহন করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ওঁ সত্যনারায়ণ ক্ষমস্ব" বলিয়া ঘটে একটু জল দিয়া, ঘটটি একটু নাড়িয়া দিবে। পরে মধ্যের মোকামটি রাখিয়া অবশিষ্ট চারিটি মোকাম পূজক, কথক, দেশাচারানুসারে প্রধান ব্রাহ্মণ ও প্রধান গ্রাম্যব্যক্তিকে দিয়া সিরনি বাঁটিবে। তার পর ঘটটি পীঠের উপর বসাইয়া চারিটি তীরও উহার উপর রাখিয়া, যাঁহার মানস পূজা, তিনি ঐ পীঠটি মাথায় করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাইবেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে অগ্রে সধবা স্ত্রী জলের ধারা দিয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে যাইবেন। ঐ পীঠ ৮ দিন সরাইতে নাই।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

উপবাসী থাকিয়া নারায়ণ পূজা প্রণালীতে শুদ্ধাচারে পূজা অর্চ্চনা করিবেন
এবং ব্রতকথা শ্রবণান্তে সির্ণি আদি সেবন করিবেন।

সত্যনারায়ণ-পদ করিয়া বন্দন। ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম যত সুরগণ॥ কলিকালে নারায়ণ পূজার কারণ। আবির্ভূত হইলেন মরত-ভূবন॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক মথুরায় ছিল। না দেখে সুখের মুখ দুঃখে কাল গেল॥ একদা ব্রাহ্মণ সেই ভ্রমিয়া নগর। ভিক্ষা না পাইয়া কিছু হইয়া কাতর॥ তরুতলে বসিলেন বিষণ্ণ বদনে। রোদন করেন কত দুঃখ ভাবি মনে॥ দয়ালু হইয়া চিত্তে সত্যনারায়ণ। ফকিরের রূপ ধরি দিলা দরশন॥ বিপ্রেরে বলেন শুন দ্বিজ মহাশয়। কি হেতু রোদন কর বসিয়া ধরায়॥ বিপ্র কহে কি হইবে বলিলে তোমায়। ফকির কহেন বিপ্র ক্ষতি কিবা তায়॥ দ্বিজ কহে নিত্য নিত্য ভিক্ষা মেগে খাই। আজি নাহি ভিক্ষা মিলে দুঃখ চিন্তা তাই। ফকির কহেন বিপ্র যা নিজ পুর। আমারে অর্চ্চিলে হবে সব কষ্ট দূর॥ বিপ্র কহে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ। তাহা বি- করিব কি ম্লেচ্ছ আচরণ॥ ফকির বলেন হাসি শুন বিপ্রবর। বেদ বা কোরাণ কিছু নহে মতান্তর॥ যেই রাম সেই রহিম নাম একই হয়। ত্রিলোকে নাহিক দুই কহিনু নিশ্চয়॥

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

উপবাসী থাকিয়া নারায়ণ পূজা প্রণালীতে শুদ্ধাচারে পূজা অর্চ্চনা করিবেন

এবং ব্রতকথা শ্রবণান্তে সির্ণি আদি সেবন করিবেন।

সত্যনারায়ণ-পদ করিয়া বন্দন। ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম যত সুরগণ॥ কলিকালে নারায়ণ পূজার কারণ। আবির্ভূত হইলেন মরত-ভুবন॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক মথুরায় ছিল। না দেখে সুখের মুখ দুঃখে কাল গেল॥ একদা ব্রাহ্মণ সেই ভ্রমিয়া নগর। ভিক্ষা না পাইয়া কিছু হইয়া কাতর॥ তরুতলে বসিলেন বিষণ্ণ বদনে। রোদন করেন কত দুঃখ ভাবি মনে॥ দয়ালু হইয়া চিত্তে সত্যনারায়ণ। ফকিরের রূপ ধরি দিলা দরশন॥ বিপ্ররে বলেন শুন দ্বিজ মহাশয়। কি হেতু রোদন কর বসিয়া ধরায়॥ বিপ্র কহে কি হইবে বলিলে তোমায়। ফকির কহেন বিপ্র ক্ষতি কিবা তায়॥ দ্বিজ কহে নিত্য নিত্য ভিক্ষা মেগে খাই। আজি নাহি ভিক্ষা মিলে দুঃখ চিন্তা তাই। ফকির কহেন বিপ্র যাহ নিজ পুর। আমারে অর্চ্চিলে হবে সব কষ্ট দূর॥ বিপ্র কহে নিত্য পুজি শিলা নারায়ণ। তাহা বিনা করিব কি ম্লেচ্ছ আচরণ॥ ফকির বলেন হাসি শুন বিপ্রবর। বেদ বা কোরাণ কিছু নহে মতান্তর॥ যেই রাম সেই রহিম নাম একই হয়। ত্রিলোকে নাহিক দুই কহিনু নিশ্চয়॥ কহিতে কহিতে কথা অখিলের নাথ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভে চারি হাত॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তবে পড়িলা ধরণী। কত মতে স্তুতি করে গদ গদ বাণী॥ দেখিতে দেখিতে পুনঃ হয়েন ফকির। তাহা দেখি ব্রাহ্মণের চক্ষু হয় স্থির॥ ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু অর্চ্চিব তোমায়, পূজার প্রণালী কহ ধরি তব পায়॥ ফকির বলেন শুন শুন বিপ্রবর। যেমতে করিবে পূজা কহি অতঃপর॥ গোধূম সওয়া সের করিবেক গুঁড়া। সুপারী সওয়া গণ্ডা পান রম্ভা ছড়া॥ শর্করা সওয়া সের বা ইক্ষু-গুড় দিবে। ক্ষীর কিংবা দুধ সহ ভক্তিতে অর্চ্চিবে॥ এইসব বস্তু বিপ্র করি আয়োজন। চারিদিকে বসিবেক যত ভক্তগণ॥ আমার

গুণের কথা শুনিবে শ্রবণে। বিধানে পূজিবে বিপ্র পরম যতনে॥ সত্যপীর কহি সবে মাথে দিবে হাত। নারায়ণ বলি করিবেক প্রণিপাত॥ প্রসাদ লইবে যত্নে এই ত বিধান। এত কহি নারায়ণ হন অন্তর্দ্ধান॥ শুনি ভাবে গদ গদ বিপ্র পুলকিত। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৃহে হন উপনীত। ব্রাহ্মণী শুনিয়া হন হর্ষে নিমগন। সির্ণি আদি করিলেন যত আয়োজন॥ যথাবিধি অর্চ্চিলেন নারায়ণ-পদ। রাতারাতি হয় গৃহে অতুল সম্পদ॥ ইহা দেখি গ্রামবাসী কাঠুরিয়াগণ। ভক্তি করি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসে তখন॥ শুনি দ্বিজ বলিলেন বিধান সমস্ত। কাঠুরিয়াগণ শুনি হয় বড় ব্যস্ত॥ সির্ণি আদি কৈল তারা বিহিত প্রকারে। সর্ব্ব কষ্ট দূর হৈল হর্ষ ঘরে ঘরে॥ সদানন্দ নামে সাধু ছিল একজন। কাঠুরের সুখ দেখি হয়ে হৃষ্টমন॥ জিজ্ঞাসিয়া আদি অন্ত সকলি জানিল। জানিয়া সাধুর হৃদে ভক্তি জন্মিল॥ সাধু কহে অপ্রতুল নাহি অন্য ধনে। কন্যা নাই কষ্ট তাই চিন্তি মনে মনে॥ যদি মোর গৃহে এক জন্মে তনয়া। পূজিব শ্রীসত্যপীরে সির্ণি অগ্রে দিয়া॥ এত কহি গেল চলি সাধু অঙ্গী করি। কালেতে জন্মিল কন্যা পরমা সুন্দরী॥ সির্ণি দেওয়ার কথা সাধু যে ভুলিল। সুপাত্র দেখিয়া সাধু কন্যা বিভা দিল॥ কতকালে সাজাইয়া সাতখানি তরী। জামাতা লইয়া সাধু যায় ত্বরা করি॥ দক্ষিণ পাটনে ছিল রাজা কলানিধি। সেই দেশে সদাগরে নামাইল বিধি॥ নৃপে সম্ভাষিয়া থাকে তরণী চাপিয়া। বিপত্তি ঘটিল হের সির্ণি নাহি দিয়া॥ রাজার ভাণ্ডারে যত ধনাদি আছিল। নিশিমধ্যে সাধুর নৌকায় পূর্ণ হৈল॥ চর-মুখে শুনি রাজা ধরিয়া লইল। জামাতা শ্বশুরে লয়ে কারায় পুরিল॥ রাজাদেশে কোটাল মশানে লয়ে যায়। পাত্র অনুরোধে তারা দোঁহে প্রাণ পায়॥ কারাগারে বন্দী তারা থাকে দুইজন। কি কহি দুঃখের কথা না হয় বর্ণন॥ এখানে সাধুর ভার্য্যা আর তার সুতা। পতির বিলম্ব দেখি চিত্তে দুঃখ যুতা। সর্ব্বস্ব হইল নষ্ট পড়িল দুঃখেতে। দাসীত্ব করিয়া রহে পরের গৃহেতে॥ একদিন সুধুসুতা বেড়াইতে গিয়া। আনন্দিতা বিপ্র-ঘরে সিরণী দেখিয়া॥ বিশেষ জানিয়া তথ্য করিল মাননা। পিতা পতি

উভে গৃহে আসে এ কামনা॥ তারপর গেল ঘরে সাধুর তনয়া। সত্যনারায়ণের তাতে জন্মিল দয়া॥ শ্বশুর জামাতা যথা বন্দী কারাগারে। স্বপ্নে কন নারায়ণ সেই নরবরে॥ শুন শুন ওহে রাজা আমার বচন। কলিকালে পূজ্য আমি সত্যনারায়ণ॥ সদাগর আর তার স্নেহের জামাই। বিনাদোষে বন্দী আছে দোষ কিছু নাই॥ রজনী প্রভাত হৈলে দুই সদাগরে। দশ গুণ ধন দিয়া তুষিবে সাদরে॥ বলিতে বলিতে হৈল মোহর মূরতি। স্বপ্ন হেরি চমকিয়া উঠে নরপতি॥ প্রাতঃকালে উঠি রাজা সবার গোচর। আনাইল কারা হৈতে দুই সদাগর॥ বসন ভূষণ আর বহু ধন দিল। সাধুরে সন্তুষ্ট করি বিদায় করিল॥ দশ গুণ ধন লভি নায়ে দিল ভরা। দেশেতে যাইতে সাধু করিলেন ত্বরা॥ পুলকিত সর্ব্বজন হর্ষ-কোলাহল। নাহি জানে সত্যদেব করিলা মঙ্গল॥ তবে সত্যদেব মন বুঝিতে সাধুর। ফকির-রূপেতে কন বচন মধুর॥ ঘাটে বসি ভিক্ষা হেতু শুন সদাগর। কিছু ভিক্ষা দিয়া তুমি যাও নিজ ঘর॥ হইবে মঙ্গল তব আমি ঘরে যাই। কুশলে থাকহ তুমি শুন সাধু ভাই॥ সাধু কহে তোমা দিলে কিবা ফল হবে। ক্ষমতা থাকিলে কেন কানি পরে রবে॥ তৃণ ও অঙ্গার মাত্র আছে মোর নায়। চাহ যদি দিতে পারি জানিবে তোমায়॥ শুনি কিছু না বলিল সত্যনারায়ণ। বসিয়া রহিলা ঘাটে মুদিয়া নয়ন॥ কিছুদূর গিয়া হেরে শ্বশুর জামাই। তৃণ ও অঙ্গার বিনা নায়ে কিছু নাই॥ সাত নায়ে যত বস্তু সকলি অমনি। শ্বশুর জামাই কান্দে শিরে কর হানি॥ [illegible] কহিল চিন্তি তবে সদাগরে। এ ঘটনা ঘটে ভিক্ষা না দিয়া ফকিরে॥ সে জন সামান্য [illegible] অনুমানে। চল চল ধরি গিয়া তাহার চরণে॥ এত শুনি সদাগর ফিরাইল তরী। পুনঃ সেই অতি ত্বরা করি॥ হেরিল ফকির তথা আছেন বসিয়া। দুজনে পড়িল গিয়া পদেতে ধরিয়া ক্ষম প্রভু কর এবে দয়া। নরাধম হেরি দেহ চরণের ছায়া॥ হাসিয়া ফকির বলে নায়ে কড়ার ভিখারী আমি পদে কেন ধর॥ কান্দিতে কান্দিতে তবে বলে দুইজন। কুকর্ম্ম করে[illegible] কর নারায়ণ॥ মানিয়া সিরণী ভুল হয়েছে আমার। অপরাধ হইয়াছে পদেতে তোমার॥ কহিলাম

সত্য এই বলি দাঁড়াইয়ে। সওয়া সের স্বর্ণের সির্ণি দিল গিয়ে॥ সত্যনারায়ণ তবে সদয় হইল। প্রণতি করিয়া সাধু তরীতে চড়িল॥ উত্তরিল ঘাটে সাধু হৈল কোলাহল। সাধুর গৃহিণী সুতা শুনি কুতূহল॥ নৌকার দ্রব্যাদি সত ঘরেতে লইয়া। সির্ণি করিল সাধু পুলকে মজিয়া॥ প্রসাদ লইল [illegible] লইতে মাটিতে ফেলে সাধুর নন্দিনী॥ দেখি সত্যদেব তবে ক্রোধিত হইল।

উভে গৃহে আসে এ কামনা॥ তারপর গেল ঘরে সাধুর তনয়া। সত্যনারায়ণের তাহে জন্মিল দয়া॥ শ্বশুর জামাতা যথা বন্দী কারাগারে। স্বপ্নে কন নারায়ণ সেই নরবরে॥ শুন শুন ওহে রাজা আমার বচন। কলিকালে পূজ্য আমি সত্যনারায়ণ॥ সদাগর আর তার স্নেহের জামাই। বিনাদোষে বন্দী আছে দোষ কিছু নাই॥ রজনী প্রভাত হৈলে দুই সদাগরে। দশ গুণ ধন দিয়া তুষিবে সাদরে॥ বলিতে বলিতে হৈল মোহর মূরতি। স্বপ্ন হেরি চমকিয়া উঠে নরপতি॥ প্রাতঃকালে উঠি রাজা সবার গোচর। আনাইল কারা হৈতে দুই সদাগর॥ বসন ভূষণ আর বহু ধন দিল। সাধুরে সন্তুষ্ট করি বিদায় করিল॥ দশ গুণ ধন লভি নায়ে দিল ভরা। দেশেতে যাইতে সাধু করিলেন ত্বরা॥ পুলকিত সর্ব্বজন হর্ষ-কোলাহল। নাহি জানে সত্যদেব করিলা মঙ্গল॥ তবে সত্যদেব মন বুঝিতে সাধুর। ফকির-রূপেতে কন বচন মধুর॥ ঘাটে বসি ভিক্ষা হেতু শুন সদাগর। কিছু ভিক্ষা দিয়া তুমি যাও নিজ ঘর॥ হইবে মঙ্গল তব আমি ঘরে যাই। কুশলে থাকহ তুমি শুন সাধু ভাই॥ সাধু কহে তোমা দিলে কিবা ফল হবে। ক্ষমতা থাকিলে কেন কানি পরে রবে॥ তৃষ ও অঙ্গার মাত্র আছে মোর নায়। চাহ যদি দিতে পারি জানিবে তোমায়॥ শুনি কিছু না বলিল সত্যনারায়ণ। বসিয়া রহিলা ঘাটে মুদিয়া নয়ন॥ কিছুদূর গিয়া হেরে শ্বশুর জামাই। তৃষ ও অঙ্গার বিনা নায়ে কিছু নাই॥ সাত নায়ে যত বস্তু সকলি অমনি। শ্বশুর জামাই কান্দে শিরে কর হানি॥ জামাতা কহিল চিন্তি তবে সদাগরে। এ ঘটনা ঘটে ভিক্ষা না দিয়া ফকিরে॥ সে জন সামান্য নহে বুঝি অনুমানে। চল চল ধরি গিয়া তাহার চরণে॥ এত শুনি সদাগর ফিরাইল তরী। পুনঃ সেই ঘাটে যায় অতি ত্বরা করি॥ হেরিল ফকির তথা আছেন বসিয়া। দুজনে পড়িল গিয়া পদেতে ধরিয়া॥ অপরাধ ক্ষম প্রভু কর এবে দয়া। নরাধম হেরি দেহ চরণের ছায়া॥ হাসিয়া ফকির বলে নায়ে গিয়া চড়। কড়ার ভিখারী আমি পদে কেন ধর॥ কান্দিতে কান্দিতে তবে বলে দুইজন। কুকর্ম্ম করেছি ক্ষমা কর নারায়ণ॥ মানিয়া সিরণী ভুল হয়েছে আমার। অপরাধ হইয়াছে পদেতে তোমার॥ কহিলাম

সত্য এই বলি দাঁড়াইয়ে। সওয়া সের স্বর্ণের সির্ণি দিব গিয়ে॥ সত্যনারায়ণ তবে সদয় হইল। প্রণতি করিয়া সাধু তরীতে চড়িল॥ উত্তরিল ঘাটে সাধু হৈল কোলাহল। সাধুর গৃহিণী সুতা শুনি কুতূহল॥ নৌকার দ্রব্যাদি সত ঘরেতে লইয়া। সির্ণি করিল সাধু পুলকে মজিয়া॥ প্রসাদ লইল সবে যুড়ি দুই পাণি। লইতে মাটিতে ফেলে সাধুর নন্দিনী॥ দেখি সত্যদেব তবে ক্রোধিত হইল। জামাতা সহিত নৌকা সলিলে ডুবিল॥ তাহা দেখি সাধু করে ঘোর উচ্চনাদ। হায় হায় অকস্মাৎ হলো কি প্রমাদ॥ শুনি সাধুকন্যা যায় ডুবিয়া মরিতে। জননী না পারে তারে ধরিয়া রাখিতে॥ হেনকালে দৈববাণী হৈল আচম্বিত। সিরণী ফেলিয়া সুতা কৈল বিপরীত॥ ইহা শুনি সাধুসুতা তখনি উঠিয়া। মাটি হৈতে সির্ণি তবে খাইল চাটিয়া॥ ভাসিল নৌকার সহ সাধুর জামাই। যত দ্রব্য আছে সব কিছু নড়ে নাই॥ তরীর যতেক বস্তু ভাণ্ডারেতে আনি। করিলেক সওয়া সের সোনার সির্ণি॥ স্বপ্নে বলিলেন প্রভু শুন সাধু কই। আটায় সন্তুষ্ট আমি সর্ব্বক্ষণ হই॥ স্বপ্নে শুনি সদাগর পরম আনন্দ। আটার সিরণি কৈল সাধু সদানন্দ॥ এ কথা রটিল ক্রমে সবার আলয়। ভক্তিতে পূজিলে বাঞ্ছা আশু সিদ্ধ হয়॥ গুণকথা শুনিবেক হয়ে এক মন। বিমনা হইলে রুষ্ট সত্যনারায়ণ॥ একচিত্তে শুনে কিম্বা পূজে নরায়ণ। ছুঁইতে না পারে তারে কদাচ শমন॥ শঙ্করাচার্য্যের মত প্রবন্ধ প্রাচীন। অতঃপর বল সবে সত্য সনাতন॥

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা।

ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ

সত্য সত্য সত্যদেব সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা। বাঞ্ছা বড় বাড়িল বণিব ব্রতকথা॥ রসাল রসিক প্রিয় রমাই বিরাগে। বৃন্দারক বৃন্দাকে বন্দনা করি আগে। গুরুগণে গণেশে করিয়া প্রণিপাত। বন্দ বহ্নি বিপ্র বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ॥ ক্ষিতি লোটাইয়া বন্দ গুরুর রমণী। পরম সাদরে বন্দ জনক জননী॥ ত্রিসাবিত্রী সিন্ধু-পুত্রী সরস্বতী শিবা। ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য্য- রাত্রি দিবা॥ কামাক্ষ্যারে করি নতি ধর্ম্মরাজসুতা।

সর্পে-মনসা বন্দ মহেশের সুতা॥ অষ্টবসু নবগ্রহ দশদিক্‌পাল। প্রণমিব পঞ্চানন পরম দয়াল॥ প্রণমিব পরাৎপর নদের নিমাই। বীরভদ্র নিত্যানন্দ শ্রীরূপ গোঁসাই॥ অপ্সরা কিন্নরী বন্দ ডাকিনী যোগিনী। ছয় রাগ ষড়ঋতু ছত্রিশ রাগিণী॥ অতঃপর বন্দিনু রহিম রামরূপ। ত্রিদশের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ॥ কোরাণ কেতাব আর কলমা সংহতি। সুবিখ্যা পীরের পায় প্রচুর প্রণতি॥ অপর যতেক পীর বন্দ যোড়করে। ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যাঁর ডরে॥ পরে সত্যপীর বন্দি রাম। সাকিন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥

ত্রিপদী। জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর, দেব দেব জগতের নাথ। কে জানে তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব, তোমার চরণে প্রণিপাত॥ সর্ব্বজীবে সর্ব্বময়, চারি চরাচরে চিন্তে চিন্তামণি। পূর্ব্বে হয়ে দশ মূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি, সত্যপীর হইলে ইদানী॥ ছয় কয়, এক ব্রহ্ম দুই নয়, অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম। কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুকে করিল নষ্ট, দেখিয়া রহিম হৈলা রাম॥ ব্রাহ্মণেরে করে ভেদ, ঘুচালে মনের খেদ, রক্ষা কৈলে সৃষ্টি আপনার। একচিত্তে অল্পধনে, যে তোমার সিরণি মানে, হাসিল করহ কাম তার॥ দরিদ্র দ্বিজের কাছে, পূর্ব্বকালে সত্য আছে, ভক্তবাক্য পালিবা আপনি। নায়কেরে হয়ে তুষ্ট, সির্ণিতে করহ দৃষ্ট, শুনহ আপন ব্রতবাণী॥ তোমায় অর্চ্চনা যথা, দুঃখের বিনাশ তথা, গায় যে গাওয়ায় যেবা শুনে। তুমি রক্ষা কর তারে, মহামারে মহাঘোরে, মহারণে বনে রিপুস্থানে॥ দৃঢ়ভক্তি হইল যার, পাতক না থাকে তার, মনোরথ

সসর্প-মনসা বন্দ মহেশের সুতা॥ অষ্টবসু নবগ্রহ দশদিক্‌পাল। প্রণমিব পঞ্চানন পরম দয়াল॥ প্রণমিব পরাৎপর নদের নিমাই। বীরভদ্র নিত্যানন্দ শ্রীরূপ গোঁসাই॥ অপ্সরা কিন্নরী বন্দ ডাকিনী যোগিনী। ছয় রাগ ষড়ঋতু ছত্রিশ রাগিণী॥ অতঃপর বন্দিনু রহিম রামরূপ। ত্রিদশের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ॥ কোরাণ কেতাব আর কলমা সংহতি। সুবিখ্যা পীরের পায় প্রচুর প্রণতি॥ অপর যতেক পীর বন্দ যোড়করে। ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যাঁর ডরে॥ পরে সত্যপীর বন্দি কহে দ্বিজ রাম। সাকিন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥

ত্রিপদী। জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর, দেব দেব জগতের নাথ। কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব, তোমার চরণে প্রণিপাত॥ সর্ব্বজীবে সর্ব্বময়, চারি চরাচরে কয়, চন্দ্রচূড় চিন্তে চিন্তামণি। পূর্ব্বে হয়ে দশ মূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি, সত্যপীর হইলে ইদানী॥ ছয় দরশনে কয়, এক ব্রহ্ম দুই নয়, অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম। কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুকে করিল নষ্ট, দেখিয়া রহিম হৈলা রাম॥ ব্রাহ্মণেরে করে ভেদ, ঘুচালে মনের খেদ, রক্ষা কৈলে সৃষ্টি আপনার। একচিত্তে অল্পধনে, যে তোমার সিরণি মানে, হাসিল করহ কাম তার॥ দরিদ্র দ্বিজের কাছে, পূর্ব্বকালে সত্য আছে, ভক্তবাক্য পালিবা আপনি। নায়কেরে হয়ে তুষ্ট, সির্ণিতে করহ দৃষ্ট, শুনহ আপন ব্রতবাণী॥ তোমায় অর্চ্চনা যথা, দুঃখের বিনাশ তথা, গায় যে গাওয়ায় যেবা শুনে। তুমি রক্ষা কর তারে, মহামারে মহাঘোরে, মহারণে বনে রিপুস্থানে॥ দৃঢ়ভক্তি হইল যার, পাতক না থাকে তার, মনোরথ সিদ্ধ হাতে হাতে। কহে দ্বিজ রামেশ্বর, বুঝি কার্য্য কর নর, হরি বল পীরের পিরীতে॥

পয়ার। সর্ব্বলোক শুন শুন সর্ব্বলোক শুন। সত্যপীরে স্মরিয়া সির্ণিতে দেহ মন॥ প্রবল প্রতাপ পীর পাপ তাপহারী। যেরূপে জাহির তাহা নিবেদন করি॥ দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর। তাহে এক বিপ্র ছিল বড়ই বিদুর॥ খাইতে না মিলে অন্ন চালে নাহি খড়। তেঁই প্রভু পীরপুত্র তাঁর পদে গড়॥ আপনি অত্যন্ত যতি সতী সীমন্তিনী। দামোদরে দৃঢ়ভক্তি দিবস রজনী॥ লঙ্ঘন বঞ্চন

কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ। কৃষ্ণসখা সুদামার সকলি লক্ষণ॥ আপনি রেবতীপ্রিয় ততোধিক প্রিয়া। আত্ম-উপবাসী অন্ন অন্যজনে দিয়া॥ জঠরের জ্বলনে যখন প্রাণ যায়। তখন মগন মন গোবিন্দের পায়॥ কতদিনে কৃষ্ণ পাব ভাবে দিবা রাতি। বান্ধিল প্রেমের পাশে অখিলের পতি॥ তবে প্রভু দয়া কৈল ব্রাহ্মণের সঙ্গ। কদাচিত ভজনে ভক্তির নাহি ভঙ্গ॥ নানারূপে বিড়ম্বিয়া হারিলেন হরি। ভক্ত বটে কিরূপে ইহারে কৃপা করি॥ ভিক্ষা ভঙ্গি ভক্তি বুঝি ভ্রমে সাথে সাথে। প্রভু হয়ে পশ্চাতে প্রত্যক্ষ হৈলা পথে॥ ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যেতে তাতে কৈল মায়া। যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া॥ ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে। কেহ ঘরে থাকে কেহ থাকিয়া না শুনে॥ কেহ বলে ফিরে মাগ প্রসবিছে নারী। কেহ বলে নিত্য কি তোমার ধার ধারি॥ কেহ গালি দেয় কেহ বলে দূর দূর। মারিতে চলিল কেহ হইয়া নিষ্ঠুর॥ প্রতি গৃহে ভ্রমি ভিক্ষা না পেয়ে নগরে। দাতা কৃষ্ণ কোথা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ বাটি বাটে গিয়া মাঠে অপরাহ্ণকালে। বিষাদে বসিল বিপ্র বটবৃক্ষ তলে॥ কি করিব আশ্বাস নিশ্বাস ঘন ছাড়ে। ছল ছল চক্ষে জল টস্ টস্ পড়ে॥ ধৈরজ না ধরে দ্বিজ ধৈরজ না ধরে। বাড়িল বিবেক বড় ব্রাহ্মণীর তরে॥ বুভুক্ষিতা বনিতা বাটীতে বাট চেয়ে। কেন কৃষ্ণ হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়ে॥ সত্ত্বগুণে সবার পালনকর্ত্তা তুমি। অবনীতে অপাল্য অধম মাত্র আমি॥ মাগিলে না মিলে ভিক্ষা রিক্ত হস্তে যাই। পূর্ব্বকৃত পাপে এত মনস্তাপ পাই॥ এ পাপে শরীর আর না রাখিব আমি। পরলোকে প্রভু পরিত্রাণ কর তুমি॥ পতিত জনারে যদি দয়া না করিবে। জগন্নাথ নাম তব কেমনে ধরিবে॥ আপনাতে অধমতা হৈল নিজ ভ্রম। তিতিক্ষাতে তনুত্যাগে কৈল উপক্রম॥ দাসে দুঃখী দেখি দামোদরে হৈল দয়া। সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হব দিব পদচ্ছায়া॥ ফকিরে ফকিরে উরে নবঘনশ্যাম। হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥

ত্রিপদী। দ্বিজবরে দিতে বর, কলি হেতু সত্বর, শ্রীমাধব হইলেন পীর। ফকিরের সাজে, জগতে বিরাজে, অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ শরীর॥ যুবত্ব বয়েস, সুবেশ মহেশ, বিধুমুখে মধুরিম হাসি। মস্তক উপর,

পাগ মনোহর, নানা ভরণ বিলাসী॥ বড় বড় কৌড়ি, গ্রন্থিত গুধড়ি, বামছাল থলি শাল দণ্ড। প্রবাল তাড়ি ফল, মুকুতা ঝলমল, মালা মঞ্জিল চণ্ড॥ ঘণ্টা রুণ রুণ, জিকির ঘন ঘন, ঝনঝন জিঞ্জির শব্দ। রামেশ্বর বলে, বসিয়া তরুতলে, ব্রাহ্মণ হইল স্তব্ধ॥

পয়ার। কপটে দয়াল কহে দ্বিজেরে তখন। ফকিরের আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ॥ তুমি বৎস ব্রহ্মনী, দেখি ধর্ম্মাত্মা তোমারে। ক্ষুধায় কাতর কিছু খাওয়াও আমারে॥ সমস্ত পৃথিবী দেখি [illegible] মিথ্যা জাল। কেহ নাহি করে দান এক মুষ্টি চাল॥ বিপ্র বলে দেওয়ান ও কথা কহ কার [illegible] মরিতে বসেছি ওই পাকে॥ কলি হৈল প্রবল মজিল ধর্ম্মপথ। দেওয়ান করে বাছা ব [illegible] নিজ কষ্ট কহি বিপ্র করেন রোদন। নারিলাম খাওয়াইতে আমি অভাজন॥ ঘর মো [illegible] করে বেচে। মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইবে মিছে॥ বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া কন [illegible] এরূপ কভি লোক নাহি সাঁচ্চা॥ ভাল বাবা কেন তোমার মৃত্যুকাল কেন। সুখ দুঃখ [illegible] রাত্রি দিন হেন॥ তোমার সকল কথা হইয়াছি জ্ঞাত। কাপড় লইয়া এস আমার সহিত॥ আমারে জানিবে তুমি সত্য-সত্যপীর। তব দুঃখ দূর আমি করিব ফকির॥ এরূপ বিধান কিছু বলিব তোমায়। যাহার করণে শেষে সিদ্ধিলাভ হয়॥ সত্যপীর পদ কৈলে একান্তে চিন্তন। করিবেন তিনি সর্ব্ব আশার পূরণ॥ আপনি যাইয়া পীরে কর সির্ণি দান। সকলে করিবে তব আদেশ পালন॥ বাকসিদ্ধ হবে তুমি যারে যা বলিবে। ভবিষ্যৎ বাণী তব অবশ্য ফলিবে॥ সত্যপীর পদদ্বন্দু হৃদয়ে চিন্তিয়া।

পাগ মনোহর, নানা ভরণ বিলাসী॥ বড় বড় কৌড়ি, গ্রন্থিত-গুধড়ি, বাঘছাল থলি শাল দণ্ড। প্রবাল তাড়ি ফল, মুকুতা ঝলমল, মালা মঞ্জিল চণ্ড॥ ঘণ্টা রুণ রুণ, ঝিকির ঘন ঘন, ঝনঝন জিঞ্জির শব্দ। রামেশ্বর বলে, বসিয়া তরুতলে, ব্রাহ্মণ হইল স্তব্ধ॥

পয়ার। কপটে দয়াল কহে দ্বিজেরে তখন। ফকিরের আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ॥ তুমি বৎস জ্ঞানী, দেখি ধর্ম্মাত্মা তোমারে। ক্ষুধায় কাতর কিছু খাওয়াও আমারে॥ সমস্ত পৃথিবী দেখি সব মিথ্যা জাল। কেহ নাহি করে দান এক মুষ্টি চাল॥ বিপ্র বলে দেওয়ান ও কথা কহ কাকে। মনস্তাপে মরিতে বসেছি ওই পাকে॥ কলি হৈল প্রবল মজিল ধর্ম্মপথ। দেওয়ান করে বাছা কত কা কিমত॥ নিজ কষ্ট কহি বিপ্র করেন রোদন। নারিলাম খাওয়াইতে আমি অভাজন॥ ঘর মোর বসন, অশন করে বেচে। মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইবে মিছে॥ বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া কন বাছা। জগতে এরূপ কভি লোক নাহি সাঁচ্চা॥ ভাল বাবা কেন তোমার মৃত্যুকাল কেন। সুখ দুঃখ আসে যায় রাত্রি দিন হেন॥ তোমার সকল কথা হইয়াছি জ্ঞাত। কাপড় লইয়া এস আমার সহিত॥ আমারে জানিবে তুমি সত্য সত্যপীর। তব দুঃখ দূর আমি করিব ফকির॥ এরূপ বিধান কিছু বলিব তোমায়। যাহার করণে শেষে সিদ্ধিলাভ হয়॥ সত্যপীর পদ কৈলে একান্তে চিন্তন। করিবেন তিনি সর্ব্ব আশার পূরণ॥ আপনি যাইয়া পীরে কর সির্ণি দান। সকলে করিবে তব আদেশ পালন॥ বাকসিদ্ধ হবে তুমি যারে যা বলিবে। ভবিষ্যৎ বাণী তব অবশ্য ফলিবে॥ সত্যপীর পদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে চিন্তিয়া। শুদ্ধ মনে বিধিমত ইহা কর গিয়া॥ দ্বিজ বলে যা কহিলে দেওয়ান মহাশয়। যবনের কার্য্য সে ত ব্রাহ্মণের নয়॥ ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্য। মজাইব পরকাল ইহাকাল জন্য॥ দেওয়ান কহেন শুন জ্যোয়ান কি বাত। রাম রহিম দুই নাম ধরে এক সাথ॥ এত শুনি মনে মনে বিস্ময় ব্রাহ্মণ। আপাদ মস্তক তাঁর করে নিরীক্ষণ॥ চকিতে চকিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ। চক্ষুর নিমেষে হৈল ব্রাহ্মণের বেশ॥ নিদান বুঝিল প্রভু ভকত-বৎসল। ধরণী লোটায়ে পড়ে চরণ কমল॥

পুলকে পূর্ণিত তনু সকরুণে কয়। ছাড় মায়া কর দয়া দেহ পরিচয়॥ হাসিতে হাসিতে প্রভু দ্বিজে কন তবে। নিদানে আমার তুমি পরিচয় পাবে॥ বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ॥ কৃষ্ণকেলি মথনে কেশব মোর নাম। মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম॥ পরাপর চরাচর আমি যে যাবন্ত। সুরপুরে ইন্দ্র আমি পাতালে অনন্ত॥ ফকির হইনু আমি তোমার কারণ। কলিতে সম্প্রতি বাছা সত্যনারায়ণ॥ দ্বিজ বলে কহ যত সব বিপরীত। পীরের সির্ণিতে বা বিষ্ণুর কেন প্রীত॥ যেই প্রভু পরমাত্মা সেই কেন পীর। তুমি বা ফকির কেন ব্রাহ্মণ শরীর॥ প্রভু কন ভাল জিজ্ঞাসিলে দ্বিজ ধন্য। সাধু সাধু বলি কৃষ্ণ কহে ব্রত জন্য॥ রাম বলে ভাল জিজ্ঞাসিলে গুধু বলি। মোক্ষ স্বর্গ মারা গেল, কাল হৈল কলি॥ কলির মহিমা সাধু শুন শুন বলি। পরীক্ষিত পতনে প্রবল হৈল কলি॥ একদিন সেই পরীক্ষিত ক্ষিতিনাথ। মৃগয়াতে কলিক্রীড়া দেখিল সাক্ষাৎ॥ গো-রূপ তরাসে ধর্ম্ম কলি হৈল নর। নির্ঘাত প্রহার করে গরুর উপর॥ তিন পা ভেঙ্গেছে গরুর এক পদ উবু। সেই পায়ে নির্ঘাত প্রহার করে তবু॥ খড়্গ ধরি কাটিতে চলিল মহাবল। ব্যক্ত হয়ে কহে কলি হাসে খল খল॥ শুন রে নিব্বোধ আমি বধ্য নহি তোর। ইহাতে ঈশ্বরদত্ত অধিকার মোর॥ গরু নয় ধর্ম্ম এই কলিকাল আমি। বধিব ইহারে আমি কি করিবে তুমি॥ রাজা বলে কি বলিলে তব নাম কলি। অল্প দিনে এখনি এতেক ঠাকুরালী॥ বাঞ্ছা ছিল ভাল হৈল পাইলাম দেখা। দুর্জ্জন দমন আমি সজ্জনের সখা॥ শুক মুখে শুনেছি তোমার বিবরণ। কালব্যাধি প্রতি কৃষ্ণনাম রসায়ন॥ সতত ভারত কথা সভাতে আমার। মোর অধিকারে কি তোমার অধিকার॥ এত শুনি কলি করিলে হেঁট মাথা। কহ নৃপ আমার ভোগের স্থান কোথা॥ বাছিয়া ভূপতি চারি স্থান দিল তারে। সূরা শুনা সুবর্ণবণিক স্বর্ণকারে॥ ধর্ম্মের নিস্তার করি রাজা গেল ঘর। সেই হৈতে ধর্ম্ম ছাড়া এই চারি নর॥ এখন এমন দাতা পরীক্ষিত নাই। ধর্ম্ম নাশে কলির বিস্তর হৈল ঠাঁই॥ কতকাল করিবেক সব একাকার। যবনাদি জাতিভেদ না থাকিবে আর॥ আর

কত অনীত হইল উপস্থিত। ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত॥ পুণ্যপথে ক্বাচিৎ আছে কোন নর। পরদারে পরদ্রোহে প্রবৃত্ত বিস্তর॥ যে জন দুর্জ্জন তার পূজা সর্ব্ব ঠাঁই। নিস্পৃহের অনাদর অন্ন জুটে নাই॥ সুজন সর্ব্বদা নিন্দ্য দুর্জ্জনের যশ। বাপ মায়ে তুচ্ছ জ্ঞান বনিতার বশ॥ পুত্র পিতা সদা দ্বন্দ্ব নাহি স্নেহভাব। শ্বাশুড়ি-বধূতে দ্বন্দ্ব সতীনের ভাব॥ সংক্ষেপে কলির কথা মাহাত্ম্য নির্ণয়। পড়েছ শুনেছ যত ব্রাহ্মণ-তনয়॥ আর সিদ্ধি শুদ্ধি বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি নহে পাপে। প্রভু হয়ে পীরত্ব পেলাম এই তাপে॥ নাম মাত্র প্রভেদ নৈবেদ্য মাত্র ভেদ। পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ॥ প্রকারে অধর্ম্মী জীবে করিতে উদ্ধার। আইলাম এইস্থানে কর অঙ্গীকার॥ তুমি ভক্ত দৈব মুক্ত অনুরক্ত মোরে। প্রকাশিয়া পথ পরিত্রাণ কর নরে॥ আজি হৈতে আর ভিক্ষা না করহ তুমি ধর নবরত্ন দিয়া যাই আমি॥ প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয়। রামেশ্বর নতি করি করপুটে কিবা দিব কার সির্ণি কার আবাহন। কিবা ঋদ্ধি হয় সিদ্ধি মহিমা কেমন॥ সবিশেষ বিশ্বনাথ বলে। বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোরম স্থলে॥ গোময়েতে সুন্দর সংস্কার করে আলিপনা আদি ধ্বজা পতাকা নিশান॥ বেদীতে স্থাপিয়া পীঠ তাহে দিবে বাস। ছুরি কাটারি কিম্বা তাহে খড়্গ চন্দ্রহাস॥ তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর। তার মধ্যে অধিষ্ঠিত আমি সত্যপীর॥ পঞ্চদেব পূর্ব্ব পূজা পঞ্চ উপাচারে। বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অনুসারে॥ উদ্‌মুখে বেড়িয়া বসিবে বন্ধুগণে। সির্ণির দ্রব্যাদি বলি শুন সাবধানে॥ গুড় দুগ্ধ আটা রম্ভা ফল পান গুয়া। সম্ভব বিভব মত সব সওয়া সওয়া॥ আবির্ভূত চতুষ্টয় করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিবে ভোগ॥ কাঁচার এই মত মতান্তরে কহি পাকা। আনা মাষা আদি করি কড়ি কিম্বা টাকা॥ সওয়া সংখ্যা মূল্য যদি মিষ্টান্ন হয়। সমর্পিলে সত্যপীরে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

কত অনীত হইল উপস্থিত। ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত॥ পুণ্যপথে ক্বাচিৎ আছে কোন নর। পরদারে পরদ্রোহে প্রবৃত্ত বিস্তর॥ যে জন দুর্জ্জন তার পূজা সর্ব্ব ঠাঁই। নিস্পৃহের অনাদর অন্ন জুটে নাই॥ সুজন সর্ব্বদা নিন্দ্য দুর্জ্জনের যশ। বাপ মায়ে তুচ্ছ জ্ঞান বনিতার বশ॥ পুত্র পিতা সদা দ্বন্দ্ব নাহি স্নেহভাব। শ্বাশুড়ি-বধূতে দ্বন্দ্ব সতীনের ভাব॥ সংক্ষেপে কলির কথা মাহাত্ম্য নির্ণয়। পড়েছ শুনেছ যত ব্রাহ্মণ-তনয়॥ আর সিদ্ধি শুদ্ধি বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি নহে পাপে। প্রভু হয়ে পীরত্ব পেলাম এই তাপে॥ নাম মাত্র প্রভেদ নৈবেদ্য মাত্র ভেদ। পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ॥ প্রকারে অধর্ম্মী জীবে করিতে উদ্ধার। আইলাম এইস্থানে কর অঙ্গীকার॥ তুমি ভক্ত দৈব মুক্ত অনুরক্ত মোরে। প্রকাশিয়া পথ পরিত্রাণ কর নরে॥ আজি হৈতে আর ভিক্ষা না করহ তুমি। হের ধর নবরত্ন দিয়া যাই আমি॥ প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয়। রামেশ্বর নতি করি করপুটে কয়॥ কিবা দিব কার সির্ণি কার আবাহন। কিবা ঋদ্ধি হয় সিদ্ধি মহিমা কেমন॥ সবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে। বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোরম স্থলে॥ গোময়েতে সুন্দর সংস্কার করে স্থান। আলিপনা আদি ধ্বজা পতাকা নিশান॥ বেদীতে স্থাপিয়া পীঠ তাহে দিবে বাস। ছুরি কাটারি কিম্বা তাহে খড়্গ চন্দ্রহাস॥ তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর। তার মধ্যে অধিষ্ঠিত আমি সত্যপীর॥ পঞ্চদেব পূর্ব্ব পূজা পঞ্চ উপাচারে। বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অনুসারে॥ উদ্‌মুখে বেড়িয়া বসিবে বন্ধুগণে। সির্ণির দ্রব্যাদি বলি শুন সাবধানে॥ গুড় দুগ্ধ আটা রম্ভা ফল পান গুয়া। সম্ভব বিভব মত সব সওয়া সওয়া॥ আবির্ভূত চতুষ্টয় করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিবে ভোগ॥ কাঁচার এই মত মতান্তরে কহি পাকা। আনা মাষা আদি করি কড়ি কিম্বা টাকা॥ সওয়া সংখ্যা মূল্য যদি মিষ্টান্ন হয়। সমর্পিলে সত্যপীরে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরে সত্যপীর। ত্রিভুবনে অব্যয় সে নির্ভয় শরীর॥ ব্রতের মাহাত্ম্য শুনি বিপ্রের তনয়। করপুট করি কহে করিয়া বিনয়॥ ঘুচিল সংশয়-গ্রন্থি সির্ণি দিব আমি। যদি হরি বট চতুর্ভুজ হও তুমি॥ ভক্তের ভাষণে

চতুর্ভুজ হন হরি। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী॥ মহা তেজোময় মূর্ত্তি দেখি দ্বিজবর। আনন্দ সাগরে যেন ডুবিল অন্তর॥ পুলকে প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে। অবাক হইয়া দ্বিজ রহে করপুটে॥ কত কষ্টে কহিল চরণে দিও স্থান। স্বীকার করিয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান॥ প্রভু কৃষ্ণ করি কৈল অনেক রোদন। হইল আকাশবাণী যাহ নিকেতন॥ উদ্দেশে প্রণমি দ্বিজ চলে নিজধাম। হুকুম মাফিক হন্দ বিরচিল রাম॥

হেথা বিষ্ণু গেলা বিষ্ণুশর্ম্মার মন্দিরে। ব্রাহ্মণীর বাপ হ'য়ে বোঝা লয়ে শিরে॥ কন্যাভাবে কহেন কি কর বিষ্ণুপ্রিয়া। অভুক্ত জামাতা পথে থাক কর গিয়া॥ হের ধর তোমার মায়ের আয়োজন। বস্ত্র অলঙ্কার পর আইস বাছাধন॥ ভিক্ষুকে পড়িয়া দুঃখ পাইলে প্রচুর। আমি কি করবি বাছা বিধাতা নিষ্ঠুর॥ যে হইল সে হৈল দুঃখ গেল অতঃপর। অদ্য লক্ষেশ্বরী হয়ে সুখে কর ঘর॥ বাপ বুঝে ব্রাহ্মণী করিল প্রণিপাত। সাবিত্রী সমান হও হলে জগন্নাথ॥ রোদনমুখী হ'য়ে রামা দিল জল স্থল। জিজ্ঞাসিল কহ বাবা বাটীর কুশল॥ প্রভু কহে সত্যদেব প্রসাদে আনন্দ। লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে সকলি স্বচ্ছন্দ॥ সত্যপীর নামে এক দয়াল ঠাকুর। তার সির্ণি দিতে সেই দুঃখ কৈল দূর॥ বাপে ঝিয়ে অনেক দিবস দেখা নাই। লোকমুখে শুনি ভিক্ষা মাগেন জামাই॥ অতএব দিতে আসিয়াছি কিছু ধন। পথে জামাতার সঙ্গে হৈল দরশন॥ শাকাদি পাকের দ্রব্য আনিয়াছি আমি। বস্ত্র আভরণ পরি রান্ধ গিয়া তুমি॥ আমি দেখি জামাতা আইসে কত দূরে। এত কহি গেল হরি বৈকুণ্ঠ নগরে॥ সাদরে ব্রাহ্মণী পরি বস্ত্র আভরণ। কুলুপী দুবাই শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ রতি জিনি রূপে রামা আলো কৈলা ঘর। রান্ধিলা সত্বরে ভণে দ্বিজ রামেশ্বর॥

হেনকালে কুতূহলে শীঘ্র বিপ্রবর। সির্ণির সামগ্রী লয়ে প্রবেশিল ঘর॥ সালঙ্কারা সীমন্তিনী দেখিয়া বিস্ময়। জিজ্ঞাসিতে জায়া জনকের কথা কয়॥ বনিতা-বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি। চক্রপাণি চিনিতে নারিলে চন্দ্রমুখী॥ পার্শ্ববর্ত্তীগণে সতী আমন্ত্রিয়া আনে। বিষ্ণুশর্ম্মা বৈসে বিশ্বনাথ আরাধনে॥

প্রভু-মুখ শ্রুত যত করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিল ভোগ॥ প্রভু-পদ পঙ্কজ ভাবিয়া অনুক্ষণ। বন্দনা করিয়া শেষে ব্রতকথা কন॥ যেমন প্রকারে দেখা দিলেন ঠাকুর। সেই সব আদ্যোপান্ত কহিল প্রচুর॥ ক্ষমস্ব বলিয়া ঘটে কৈল বিসর্জ্জন। আপনি করিল সির্ণি গৃহেতে পত্তন॥ বিপ্রভাগে সির্ণি দিতে আজ্ঞা মাগে এসে। ব্রাহ্মণ সকল সে বিকল হৈল হেসে॥ কেহ বলে গলায় সূতা ফেল পোড়াইয়া। মাথা মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া॥ রাম রাম বলিয়া কেহ কর্ণে দিল হাত। যবনান্ত হৈল কেহ বলিল নির্ঘাত॥ কেহ বলে মাথা মুড়াও মোজা পর পায়। নেড়া মাথা হ'লে সির্ণি বড় শোভা পায়॥ বিষ্ণুশর্ম্মা বলে সবে বলিলে বিস্তর। ভাল যদি চাহ অতঃপর॥ হরির হুকুম কার বাপে করে রদ। এইরূপে বাড়িল বিস্তর বদাবদ॥ সা তো আমরা সির্ণি খাই। তোকে তাঁর কৃপায় প্রত্যক্ষ যদি পাই॥ কেরামত দেখি যদি আছে কুঁড়া যাক পুড়া হউক দিব্য ঘর॥ এত শুনি গৃহে দ্বিজ জবে সত্যপীর। দহ দহ সুমন্দির॥ ত্রিদহ ত্রিদহ যবে বলে ওষ্ঠপুটে। পীরের প্রতাপে অগ্নি চাল ফুঁড়ে উঠে॥ দক্ষি প্রবল হয়ে দেখা। পাবক ব্যাপক সব দাহকের লেখা॥ চক্ষুর নিমিষে অগ্নি হৈল ঘরময়। পীর আসি দাস-দাসী কোলে করি লয়॥ সর্ব্বদ্রব্য পুড়ে ভস্ম হইল যখন। প্রকাশ হইল পীর দেখে সর্ব্বজন॥ বাহিল হৈলা বিষ্ণুশর্ম্ম বাঘে আসোয়ার। দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার॥ ভয়ে কাকুবাদ বলে তুমি সত্যপীর। মিছে মায়া মহীতলে মনুষ্য-শরীর॥ প্রচার হইল যবে জানিল সবাই। ক্ষম অপরাধ আন সির্ণি দেহ খাই॥ কাকুতি প্রণতি স্তুতি করিয়া বিস্তর। সবিস্ময়ে সির্ণি

প্রভু-মুখ শ্রুত যত করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিল ভোগ॥ প্রভু-পদ পঙ্কজ ভাবিয়া অনুক্ষণ। বন্দনা করিয়া শেষে ব্রতকথা কন॥ যেমন প্রকারে দেখা দিলেন ঠাকুর। সেই সব আদ্যোপান্ত কহিল প্রচুর॥ ক্ষমস্ব বলিয়া ঘটে কৈল বিসর্জ্জন। আপনি করিল সির্ণি গৃহেতে পত্তন॥ বিপ্রভাগে সির্ণি দিতে আজ্ঞা মাগে এসে। ব্রাহ্মণ সকল সে বিকল হৈল হেসে॥ কেহ বলে গলার সূতা ফেল পোড়াইয়া। মাথা মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া॥ রাম রাম বলিয়া কেহ কর্ণে দিল হাত। যবনান্ত হৈল কেহ বলিল নির্ঘাত॥ কেহ বলে মাথা মুড়াও মোজা পর পায়। নেড়া মাথা হ'লে সির্ণি বড় শোভা পায়॥ বিষ্ণুশর্ম্মা বলে সবে বলিলে বিস্তর। ভাল যদি চাহ সির্ণি খাও অতঃপর॥ হরির হুকুম কার বাপে করে রদ। এইরূপে বাড়িল বিস্তর বদাবদ॥ সবে বলে তবে তো আমরা সির্ণি খাই। তোকে তাঁর কৃপায় প্রত্যক্ষ যদি পাই॥ কেরামত দেখি যদি সখা পেগম্বর। আছে কুঁড়া যাক পুড়া হউক দিব্য ঘর॥ এত শুনি গৃহে দ্বিজ জবে সত্যপীর। দহ দহ দহ কুঁড়া হও সুমন্দির॥ ত্রিদহ ত্রিদহ যবে বলে ওষ্ঠপুটে। পীরের প্রতাপে অগ্নি চাল ফুঁড়ে উঠে॥ দক্ষিণান্ত-পবন প্রবল হয়ে দেখা। পাবক ব্যাপক সব দাহকের লেখা॥ চক্ষুর নিমিষে অগ্নি হৈল ঘরময়। পীর আসি দাস-দাসী কোলে করি লয়॥ সর্ব্বদ্রব্য পুড়ে ভস্ম হইল যখন। প্রকাশ হইল পীর দেখে সর্ব্বজন॥ বাহিল হৈলা বিষ্ণুশর্মা বাঘে আসোয়ার। দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার॥ ভয়ে কাকুবাদ বলে তুমি সত্যপীর। মিছে মায়া মহীতলে মনুষ্য-শরীর॥ প্রচার হইল যবে জানিল সবাই। ক্ষম অপরাধ আন সির্ণি দেহ খাই॥ কাকুতি প্রণতি স্তুতি করিয়া বিস্তর। সবিস্ময়ে সির্ণি খাইয়া সবে গেল ঘর॥ এমতে জাহির পীর পূজা দ্বিজাগারে। নাচে কত নরনারী আছে যোড়করে॥ দ্বারেতে দুন্দুভি বাজে ফুকারে নিশান। দণ্ড দুই মধ্যে দ্বিজ মহা ধনবান॥ দেশে দেশে প্রতাপ জাহির হৈল বাড়া। দশ বিশ হাজার হুজুরে রহে খাড়া॥ পূজার পদ্ধতি ভাষা রচে দিল সবে। নকল লিখিয়া লোক লয়ে গেল সবে॥ দেশে দেশে দিল সির্ণি যথা যার ধাম। বিঘ্নচূর্ণ হইল তূর্ণ

পূর্ণ মনস্কাম॥ আর সবিশেষ উপদেশ বলি শুন। বিস্মৃতি না হও পীরে সির্ণি যদি মান॥ কন্যার কারণে সত্যনারায়ণে সির্ণি মেনে। পাশুরে পেয়েছে দুঃখ সদানন্দ বেণে॥ সংক্ষেপে সে সব কথা কহে রামেশ্বর॥ সদানন্দ হইতে ক্রমে শুন সর্ব্ব নর॥

ত্রিপদী। সাধু শুভক্ষণে, কন্যার কারণে, সত্যপীরে সির্ণি মেনে। চন্দ্রকলা সুতা, পাত্রে করি দত্তা, পীরে পাসরিল বেণে॥ দক্ষিণ সফরে, নৌকার ব্যাপারে, জামাতা সহিত গেল। কলানিধি ভূপে, ভেটি নানারূপে, বিকিকিনি আরম্ভিল॥ চামর চন্দন, আদি নানা ধন, বদলে রাজার সনে। তথা পায় ভূষা, ভূপে দিল বাসা, পীরের দুঃখ উঠে মনে॥ সাধু সুতা পেলে, আমা পাসরিলে, প্রমাদে পাড়িব তারে। করিয়া মানন, যেন কোন জন, আর না এমন করে॥ সুরচোর পীর, রোষে নৃপতির, কোষে করাইল চুরি। রাজধন লয়ে, রাতারাতি বয়ে, পুরিল সাধুর তরী॥ কোটাল বিহানে, রাজার তর্জ্জনে, চোরের চেষ্টায় ফিরে। নায়ে নৃপ ঢাল, দেখিয়া কোটাল, যুগল সাধুরে ধরে॥ মারিয়া বিস্তর, বান্ধিয়া সত্বর, নিল নৃপতির পাশে। গেল ভারিভূরি, লুঠ হৈল তরী, বন্দী হৈল কর্ম্মদোষে॥ কত দিন গেল, বন্ধনে রহিল, অস্থি চর্ম্ম হল সার। কহে রামেশ্বর, এ ভব-সাগর, সত্যপীর কর পার॥

পয়ার। ঘরে ঝুরে রমণী বাহিরে ঝুরে ঝি। সাধু লৈয়া না জানি বিদেশে হৈল কি॥ চন্দ্রকলা বলে আমি মরিব বিষ খেয়ে। অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে॥ স্বামী বিনে জীবন যৌবন হৈল কাল। বিরহে বিদরে বুক স্মরি স্মরজাল॥ প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি কত উঠে মনে। চিরকার দোঁহে যেন মজিল পাটনে॥ মায়ে ঝিয়ে গালাগালি দ্বন্দ্ব উভরায়। বিপ্র বাড়ী শীঘ্র খড়ি গণাইতে যায়॥ সেই দ্বিজপুত্র বার বৎসরের পরে। বিদেশে বিদ্বান হয়ে আসিয়াছে ঘরে॥ পুত্রের বিরহে বিরহিণী তার মাতা। পীরে সির্ণি দিয়া পুত্রে পেয়েছিল তথা॥ হেনকালে চন্দ্রকলা গেল সেই স্থানে। ব্রতকথা শুনি সির্ণি খায় সাবধানে॥ ব্রাহ্মণ পুত্রের সেই বিবরণ পেয়ে। সত্যপীরে সির্ণি

মানে শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে॥ কহে সহ নাথ তাত আনি দিবে ঘরে। সেইক্ষণে সির্ণি আমি দিব সত্যপীরে॥ ব্রাহ্মণীকে ইসাদী রাখিয়া গেল ঘরে। সদয় হইল পীর সাধুর উদ্ধারে॥ অর্দ্ধরাত্রে গিয়া পীর প্রচণ্ড ফকির। স্বপনে কহেন বুকে ব'সে নৃপতির॥ সদানন্দ সদাগর শ্বশুর জামাই। বন্দী করি রাখিয়াছ কোন দোষ নাই॥ নিশি পোহাইলে এই দুই সদাগরে। দশগুণ ধন দিয়া তুষিবে সত্বরে॥ কাল প্রাতে ছাড়ি দিবে বলি বার বার। মম বাক্য না রাখিলে করিব সংহার॥ এত বলি অমঙ্গল দেখাইল শেষে। রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত আগুনাদি দেশে॥ নিদ্রাগত চুলে ধরি বসাইল পীর[illegible]ান করে নৃপতি অস্থির॥ ভয়ে ব্যগ্র হ'য়ে রাজা চৌদিকে নেহালে। রাম রাম গো[illegible]ন বলে॥ প্রভাতে সপুত্র পরিবার নরপতি। পড়িয়া সাধুর পায় করে স্তুতি নতি॥[illegible]জ দ্বিজ রামেশ্বর। সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভু সহোদর॥

ত্রিপদী। প্রভাত হইল নিশি, মহারাজ শীঘ্র আসি, খালাস করিয়া দুইজনে। কলানি[illegible]রাজা, করিল সাধুর পূজা, ঘোড়া দোলা বসল ভূষণে॥ পীরের হুকুম মত, দশগুণ পরিমিত, ধন দিলা আর দশ তরী। শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, লোকজন লয়ে সঙ্গে, মহানন্দে কোলাহল করি॥

পয়ার। নায়ে চড়ি করে সাধু পীর জয়ধ্বনি। গমনে পবন তুল্য চালায় তরণী॥ কুতূহলে চলে চলে পীর যার সখা। এড়াইয়া নানাদেশ দেশে দিল দেখা॥ নায়ে ছিল বাদ্যভাণ্ড তায় দিল কাঠি। কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটী॥ সাধু আইল দেশে ঘোষে যত নরনারী। সদাগর দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী॥

মানে শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে॥ কহে সহ নাথ তাত আনি দিবে ঘরে। সেইক্ষণে সির্ণি আমি দিব সত্যপীরে॥ ব্রাহ্মণীকে ইসাদী রাখিয়া গেল ঘরে। সদয় হইল পীর সাধুর উদ্ধারে॥ অর্দ্ধরাত্রে গিয়া পীর প্রচণ্ড ফকির। স্বপনে কহেন বুকে ব'সে নৃপতির॥ সদানন্দ সদাগর শ্বশুর জামাই। বন্দী করি রাখিয়াছ কোন দোষ নাই॥ নিশি পোহাইলে এই দুই সদাগরে। দশগুণ ধন দিয়া তুষিবে সত্বরে॥ কাল প্রাতে ছাড়ি দিবে বলি বার বার। মম বাক্য না রাখিলে করিব সংহার॥ এত বলি অমঙ্গল দেখাইল শেষে। রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত আগুনাদি দেশে॥ নিদ্রাগত চুলে ধরি বসাইল পীর। স্বস্থানে প্রস্থান করে নৃপতি অস্থির॥ ভয়ে ব্যগ্র হ'য়ে রাজা চৌদিকে নেহালে। রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন বলে॥ প্রভাতে সপুত্র পরিবার নরপতি। পড়িয়া সাধুর পায় করে স্তুতি নতি॥ রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর। সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভু সহোদর॥

ত্রিপদী। প্রভাত হইল নিশি, মহারাজ শীঘ্র আসি, খালাস করিয়া দুইজনে। কলানিধি মহারাজা, করিল সাধুর পূজা, ঘোড়া দোলা বসল ভূষণে॥ পীরের হুকুম মত, দশগুণ পরিমিত, ধন দিলা আর দশ তরী। শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, লোকজন লয়ে সঙ্গে, মহানন্দে কোলাহল করি॥

পয়ার। নায়ে চড়ি করে সাধু পীর জয়ধ্বনি। গমনে পবন তুল্য চালায় তরণী॥ কুতূহলে চলে চলে পীর যার সখা। এড়াইয়া নানাদেশ দেশে দিল দেখা॥ নায়ে ছিল বাদ্যভাণ্ড তায় দিল কাঠি। কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটী॥ সাধু আইল দেশে ঘোষে যত নরনারী। সদাগর দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী॥ শুভ সমাচারে সাধ্বী দূতে দিল ঘোড়া। দুয়ারে দুন্দুভি বাজে মহোৎসব যোড়া॥ হেনকালে চন্দ্রকলা পরম সাদরে। ত্বরা গিয়া সির্ণি দিয়া পূজা কৈল পীরে॥ তরণী উঠিতে গিয়া তরুণীর ত্বরা। খেতেছিল সির্ণি ফেলে হৈল আওসারা॥ পতি প্রতি সতী ধায় পিছে ধায় মা। গায়ের গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥ প্রসাদ ফেলেছে তাতে পীরের পূর্ণকোপ। দর্পচূর্ণ অবলার গর্ব্ব হৈল লোপ॥ সদ্য দিলা প্রতিফল দেখে গিয়া সতী। বাপ বন্ধু ঘাটে কান্দে ডুবে মরে পতি॥ হায় হায় কি হৈল কি হৈল লোকে বলে।

মায়ে ঝিয়ে মূর্চ্ছাগত পড়ি ভূমিতলে॥ মুখে জল দিয়া কেহ করায় চেতন। বলে রামেশ্বর কন্যা করেন রোদন॥

ত্রিপদী। ধরিয়া মায়ের গলা, কান্দে কন্যা চন্দ্রকলা, পতিশোকে হইয়া কাতর। ম্লান হৈল মুখশশী, মনোরমা মুক্তকেশী, না সম্বরে অঙ্গের অম্বর॥ হাহাকার করি মুখে, চাপড় হানিছে বুকে, কপালেতে কঙ্কণ আঘাত। ধৈরজ ধরিতে নারে, কেন্দে বলে কলস্বরে, কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ॥ হায় একি অকস্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ, একবার দরশন দাও। না হেরিয়া তব মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, অভাগীরে সঙ্গে করি লও॥ দেশে এলে কত দিনে, বড় সাধ ছিল মনে, আঁখি ভরি হেরিব তোমারে। তাহাতে দারুণ বিধি, হরিল প্রাণের নিধি, বড় শেল বাজিল অন্তরে॥ মদন মরণে যেন, রতির বিলাপ হেন, কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ। মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ দুখ, ইতরে সবার মনস্তাপ॥ অশ্রুমুখী কর যুড়ি, বিষম সঙ্কটে পড়ি, ভাবে সাধু পীরের চরণ। অনেক করিল স্তুতি, না হইল অব্যাহতি, মরিতে চলিল তিনজন॥ ঝাঁপ দিতে যায় জলে, সত্যদেব হেনকালে, বৃদ্ধ বিপ্রবেশে তাকে কয়। বলি সাধু শুন জ্যোতি, তোমার দুহিতার পতি, মরে নাই মোর মনে লয়॥ আমি জ্যোতির্ব্বিদ বড়, গণে পড়ে কই দড়, এই কর্ম্মে পাকালাম দাড়ি। তোমার জামাতা বটে, ডুবিয়াছে এই ঘাটে, দেবদ্বারে দেখি কিছু ডেরী॥ এই যে তোমার কন্যা, রূপে গুণে মহাধন্যা, বয়োধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল। পীরের প্রসাদ এঁটে, ভূমে ফেলি এল ছুটে, সেই অপরাধে এই হ'ল॥ এতেক কহিলা যদি, সত্যপীর হলো বাদী, শুনি সাধু কন্যা পানে চায়। চন্দ্রকলা বলে বটে, বাপে ঝিয়ে করপুটে, কেঁদে পড়ে ব্রাহ্মণের পায়॥ বিপ্র বলে যাও যাও, সেই সির্ণি তুলে খাও, পাবে পতি না কান্দ সুন্দরি। শুনি কন্যা যায় তথা, সির্ণি তুলে খায় হেথা, ভেসে উঠে পতি সহ তরী॥ হেরিয়া বিস্মিত লোক, ঘুচিল দারুণ শোক, দেখে সাধু দ্বিজ নাই কাছে। বুঝি মায়া সদানন্দ, ভাবে পীর-পদদ্বন্দ্ব, আনন্দে গদগদ হয়ে নাচে॥ মায়ে ঝিয়ে চন্দ্রকলা, ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা, আগে

পাছে শত সীমন্তিনী। হরষের নাহি ওর, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘোর, হুলাহুলি জয় জয়ধ্বনি॥ শ্বশু
জামাতা রঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে, শুভক্ষণে প্রবেশিল ঘর। বাণিজ্যের সজ্জা যত, সাধুর ভাণ্ডা
দ্রুত, বহে যত নায়েব নফর॥ সাধু সওয়া সহস্রের, সির্ণি আনি দ্রুততর, পূজা কৈল পীরের চরণ
পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রতি সাধুসুত, খয়রাত করিল নানা ধন॥ শুক্রতুল্য ধ বাড়িলে
অল্পদিনে, পরলোকে জিনিলেক যম। সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়, যাহারে প্রভু সদ এ তি
ভুবন॥ একথা শ্রবণকালে, যেবা অন্য কথা বলে, আর যেবা করে উপ সব
ঠাঁই, তাহার নিষ্কৃতি নাই, অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ॥ সির্ণি দিলে শুদ্ধভাবে, লভে
পুত্র দ্বারা অর্থ ঘোড়া দোলা। কহে দ্বিজ রামেশ্বর, বুঝি কার্য্য কর নর, শুন প্র ঙ্গলা॥

কলির প্রথম তত্ত্ব ফকিরত্ব কায়া। দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদছায়া॥ তৃতীয়ে ত্রিবিধ লো
করিলে নিস্তার। চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার॥ কন্যা জন্য মাননে পঞ্চমে পরাৎপর। সদান
সাধুরে সঙ্কটে দিলে বর॥ পাশরণে প্রতিফল বন্ধন বিশেষে। ষষ্ঠে তুষ্ট হ'য়ে কষ্ট দূর কৈলে শেষে
সপ্তমে সাধুর সনে পথে বিড়ম্বন। অষ্টমে অবলার অহঙ্কার বিমোচন॥ কত ঠাঁই ঠাকুরালী করি
প্রচুর। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট কত কৈলা দূর॥ পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে ধনার্থীরে ধন। দারার্থী সবাই সে
তোমার চরণ॥ তোমারে যে পূজে তার চতুর্ব্বর্গ আগে। কবন্ধি বন্ধনে মুক্ত রোগী মুক্ত রোগে

পাছে শত সীমন্তিনী। হরষের নাহি ওর, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘোর, হুলাহুলি জয় জয়ধ্বনি॥ শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে, শুভক্ষণে প্রবেশিল ঘর। বাণিজ্যের সজ্জা যত, সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত, বহে যত নায়েব নফর॥ সাধু সওয়া সহস্রের, সির্ণি আনি দ্রুততর, পূজা কৈল পীরের চরণ। পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রতি সাধুসুত, খয়রাত করিল নানা ধন॥ শুক্রতুল্য ধনে জনে, বাড়িলেক অল্পদিনে, পরলোকে জিনিলেক যম। সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়, যাহারে প্রভু সদয়, কীর্ত্তি তার এ তিন ভুবন॥ একথা শ্রবণকালে, যেবা অন্য কথা বলে, আর যেবা করে উপহাস। লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই, তাহার নিষ্কৃতি নাই, অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ॥ সির্ণি দিলে শুদ্ধভাবে, শুনিলে অভীষ্ট লভে, পুত্র দ্বারা অর্থ ঘোড়া দোলা। কহে দ্বিজ রামেশ্বর, বুঝি কার্য্য কর নর, শুন প্রভুর অষ্টমঙ্গলা॥

কলির প্রথম তত্ত্ব ফকিরত্ব কায়া। দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদছায়া॥ তৃতীয়ে ত্রিবিধ লোকে করিলে নিস্তার। চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার॥ কন্যা জন্য মাননে পঞ্চমে পরাৎপর। সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলে বর॥ পাশরণে প্রতিফল বন্ধন বিশেষে। ষষ্ঠে তুষ্ট হ'য়ে কষ্ট দূর কৈলে শেষে॥ সপ্তমে সাধুর সনে পথে বিড়ম্বন। অষ্টমে অবলার অহঙ্কার বিমোচন॥ কত ঠাঁই ঠাকুরালী করিয়া প্রচুর। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট কত কৈলা দূর॥ পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে ধনার্থীরে ধন। দারার্থী সবাই সেবে তোমার চরণ॥ তোমারে যে পূজে তার চতুর্ব্বর্গ আগে। কুবুদ্ধি বন্ধনে মুক্ত, রোগী মুক্ত রোগে॥ আপনি রচিলা প্রভু আপন কীর্ত্তন। মোর দোষ ক্ষম নাথ চরণে শরণ॥ নায়কে সন্তুষ্ট হও গায়কে সুস্বর। আসর সহিত নারায়ণ দেহ বর॥ গ্রন্থ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজ রাম। সবে হরিধ্বনি কর মজুরা প্রণাম॥

ইতি রামেশ্বরোক্ত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা সমাপ্ত।

প্রকাশক ঃ-অক্ষয় লাইব্রেরী,৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী,রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক ঃ বীণা প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০০৯ # [সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত] মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

শুভসূচনী-পূজাপদ্ধতি

এ পূজা পূর্ব্বাহ্নে ও পূর্ব্বমুখে বসিয়া করিতে হয়। আলিপনার মণ্ডল আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থলে ধান দিয়া তাহার উপর (সত্যনারায়ণপূজার মত) ঘট বসাইবে। ঘটের পাশে আলিপনায় কতকগুলি হাঁস আঁকিবে এবং রম্ভা দ্বারা একটি খোঁড়া হাঁস প্রস্তুত করিবে। পীঠ ব্যতীত সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় সমস্ত আয়োজন করিবে, কেবল সিরিনির পরিবর্ত্তে—৭ জন এয়োকে দিবার জন্য পাণ, সুপারি, রম্ভা, খই, মুড়কি ও সিন্দুর রাখিবে।

পূজক সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় আচমনাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন। (উত্তর মুখে বসিয়া সঙ্কল্প পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তার পর পূর্ব্বমুখে বসিয়া জলশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।)

সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রী——দেব্যাঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপ্রীতিকামঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।

(১) মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া মরিয়া যায়। কাকবন্ধ্যা—যে স্ত্রীর একটি ভিন্ন আর সন্তান হয় না। (২) শমন-শিকল—যমের শিকল, মৃত্যুপাশ। (৩) আমেন্—(=তাহাই হউক) মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের সমাপ্তিসূচক মঙ্গলজনক শব্দ ; সংস্কৃতে—ওঁ।

পাছে শত সীমন্তিনী। হরষের নাহি ওর, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘোর, হুলাহুলি জয় জয়ধ্বনি॥ শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে, শুভক্ষণে প্রবেশিল ঘর। বাণিজ্যের সজ্জা যত, সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত, বহে যত নায়েব নফর॥ সাধু সওয়া সহস্রের, সির্ণি আনি দ্রুততর, পূজা কৈল পীরের চরণ। পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রতি সাধুসুত, খয়রাত করিল নানা ধন॥ শুক্রতুল্য ধনে জনে, বাড়িলেক অল্পদিনে, পরলোকে জিনিলেক যম। সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়, যাহারে প্রভু সদয়, কীর্ত্তি তার এ তিন ভুবন॥ একথা শ্রবণকালে, যেবা অন্য কথা বলে, আর যেবা করে উপহাস। লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই, তাহার নিষ্কৃতি নাই, অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ॥ সির্ণি দিলে শুদ্ধভাবে, শুনিলে অভীষ্ট লভে, পুত্র দ্বারা অর্থ ঘোড়া দোলা। কহে দ্বিজ রামেশ্বর, বুঝি কার্য্য কর নর, শুন প্রভুর অষ্টমঙ্গলা॥

কলির প্রথম তত্ত্ব ফকিরত্ব কায়া। দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদছায়া॥ তৃতীয়ে ত্রিবিধ লোকে করিলে নিস্তার। চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার॥ কন্যা জন্য মাননে পঞ্চমে পরাৎপর। সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলে বর॥ পাশরণে প্রতিফল বন্ধন বিশেষে। ষষ্ঠে তুষ্ট হ'য়ে কষ্ট দূর কৈলে শেষে॥ সপ্তমে সাধুর সনে পথে বিড়ম্বন। অষ্টমে অবলার অহঙ্কার বিমোচন॥ কত ঠাঁই ঠাকুরালী করিয়া প্রচুর। দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট কত কৈলা দূর॥ পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে ধনার্থীরে ধন। দারার্থী সবাই সেবে তোমার চরণ॥ তোমারে যে পূজে তার চতুর্ব্বর্গ আগে। কুবুদ্ধি বন্ধনে মুক্ত, রোগী মুক্ত রোগে॥ আপনি রচিলা প্রভু আপন কীর্ত্তন। মোর দোষ ক্ষম নাথ চরণে শরণ॥ নায়কে সন্তুষ্ট হও গায়কে সুস্বর। আসর সহিত নারায়ণ দেহ বর॥ গ্রন্থ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজ রাম। সবে হরিধ্বনি কর মজুরা প্রণাম॥

ইতি রামেশ্বরোক্ত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা সমাপ্ত।

প্রকাশক ঃ-অক্ষয় লাইব্রেরী,৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী,রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক ঃ বীণা প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০০৯ * [সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত] মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

শুভসূচনী-পূজাপদ্ধতি

এ পূজা পূর্ব্বাহ্নে ও পূর্ব্বমুখে বসিয়া করিতে হয়। আলিপনার মণ্ডল আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থলে ধান দিয়া তাহার উপর (সত্যনারায়ণপূজার মত) ঘট বসাইবে। ঘটের পাশে আলিপনায় কতকগুলি হাঁস আঁকিবে এবং রম্ভা দ্বারা একটি খোঁড়া হাঁস প্রস্তুত করিবে। পীঠ ব্যতীত সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় সমস্ত আয়োজন করিবে, কেবল সিরিনির পরিবর্ত্তে—৭ জন এয়োকে দিবার জন্য পাণ, সুপারি, রম্ভা, খই, মুড়কি ও সিন্দুর রাখিবে।

পূজক সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় আচমনাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন। (উত্তর মুখে বসিয়া সঙ্কল্প পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তার পর পূর্ব্বমুখে বসিয়া জলশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।)

সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রী—দেব্যাঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপ্রীতিকামঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।

(১) মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া মরিয়া যায়। কাকবন্ধ্যা—যে স্ত্রীর একটি ভিন্ন আর সন্তান হয় না। (২) শমন-শিকল—যমের শিকল, মৃত্যুপাশ। (৩
(৪) আমেন্—(তাহাই হউক) মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের সমাপ্তিসূচক মঙ্গলজনক শব্দ ; সংস্কৃতে—ওঁ।

শুভসূচনী-পূজাপদ্ধতি

এ পূজা পূর্ব্বাহ্নে ও পূর্ব্বমুখে বসিয়া করিতে হয়। আলিপনার মণ্ডল আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থলে ধান দিয়া তাহার উপর (সত্যনারায়ণপূজার মত) ঘট বসাইবে। ঘটের পাশে আলিপনায় কতকগুলি হাঁস আঁকিবে এবং রম্ভা দ্বারা একটি খোঁড়া হাঁস প্রস্তুত করিবে। পীঠ ব্যতীত সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় সমস্ত আয়োজন করিবে, কেবল সিরিনির পরিবর্ত্তে—৭ জন এয়োকে দিবার জন্য পাণ, সুপারি, রম্ভা, খই, মুড়কি ও সিন্দুর রাখিবে।

পূজক সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় আচমনাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন। (উত্তর মুখে বসিয়া সঙ্কল্প পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তার পর পূর্ব্বমুখে বসিয়া জলশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।)

সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপ্রীতিকামঃ শ্রীশুভসূচনীদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।

---

(১) মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া মরিয়া যায়। কাকবন্ধ্যা—যে স্ত্রীর একটি ভিন্ন আর সন্তান হয় না। (২) শমন-শিকল—যমের শিকল, মৃত্যুপাশ। (৩) দুইমনা—সন্দিগ্ধচিত্ত। (৪) আমেন্—(=তাহাই হউক) মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের সমাপ্তিসূচক মঙ্গলজনক শব্দ ; সংস্কৃতে—ওঁ।

ধ্যান—ওঁ রক্তা পদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চামীকরালঙ্কৃতা, পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা। ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলু-বরাক্ষাভীতিহস্তা শিবা, ধ্যেয়া সা শুভসূচনী ত্রিজগতা-মপ্যাপদুদ্ধারিণী।।*

পূজার মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শুভসূচনীদেব্যৈ নমঃ। পরে "ওঁ হংসেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে হংসগুলিকে পূজা করিয়া "ওঁ শুভসূচনীদেব্যাবরণদেবতাভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। তার পর "হ্রীঁ" এই বীজমন্ত্র ১০৮ বার বা ১০ বার জপ করিয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎসুরেশ্বরি।।" বলিয়া দেবতার নিম্নস্থ বাম হস্ত উদ্দেশে ঐ জল ত্যাগ করিবে।

"ওঁ হ্রীঁ শুভসূচনৈ নমঃ" মন্ত্রে ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, আরতি করিয়া, প্রণাম করিবে—ওঁ শুভবাঞ্ছাপ্রদে নিত্যং, সর্ব্বদা সুখবর্দ্ধিনি। শুভকার্য্যেসু সর্ব্বত্র, শুভং দেহি নমোঽস্তুতে।।

তার পর কথা কহিবে।

শ্রীশুভসূচনী- ব্রতকথা

নরোত্তম নর, নারায়ণ, সরস্বতী। গণেশাদি দেববৃন্দে করি আগে নতি।। দেবী শুভসূচনীরে বন্দি তার পরে। ব্রতকথা কহি তাঁর, শুন ভক্তিভরে।। কোন্ দেশে ছিলা এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণী। ধর্ম্মরতা পতিহীনা অতি অভাগিনী।। এক পুত্র ছিল তার পরম সুন্দর। বয়স তাহার মাত্র দ্বাদশ বৎসর।। প্রতিদিন প্রাতঃকালে যায় পাঠশালে। প্রতিদ্বারে ভিক্ষা করে আসিবার কালে।। চা'ল ডা'ল আদি আনে যাহা কিছু পায়। রাঁধিয়া ব্রাহ্মণী পুত্রে যতনে খা(ও)য়ায়।। নিরামিষ খেয়ে তার জীবন যাপন। মৎস্য মাংস ভিক্ষা নাহি দেয় কোনো জন।। একদিন নিমন্ত্রণে গিয়ে দ্বিজসুত। বহু মৎস্য মাংস খেয়ে হ'ল হর্ষযুত।।

* চামীকর—সুবর্ণ। দুকূল—চেলির কাপড়। অক্ষ—রুদ্রাক্ষ।

সেই হ'তে তার মনে উপাজ্জল লোভ। প্রাতাদন খেতে বসে করে কত ক্ষোভ।। পুত্রের শুনিয়া দুঃখ ব্রাহ্মণী কাতরা। নয়নের জলে যায় ধরা।। একদিন দ্বিজপুত্র আসিতেছে ঘরে। হেনকালে পথে দেখে হংসদল চরে।। পিছু হ'তে একটাকে ধরিবারে যায়। মহাশব্দ করি তা... ...রা পলায়।। তাহাদের মধ্যে এক খোঁড়া হাঁস ছিল। ছুটিতে না পেরে, পিছে পড়িয়া রহিল।। তারে ধরি দ্বিজপুত্র ঘর-পানে ছোটে। পালক ছাড়ায়ে, মাংস

সেই হ'তে তার মনে উপাজ্জল লোভ। প্রাতদিন খেতে বসে করে কত ক্ষোভ॥ পুত্রের শুনিয়া দুঃখ ব্রাহ্মণী কাতরা। নয়নের জলে তার ভেসে যায় ধরা॥ একদিন দ্বিজপুত্র আসিতেছে ঘরে। হেনকালে পথে দেখে হংসদল চরে॥ পিছু হ'তে একটাকে ধরিবারে যায়। মহাশব্দ করি তারা ছুটিয়া পলায়॥ তাহাদের মধ্যে এক খোঁড়া হাঁস ছিল। ছুটিতে না পেরে, পিছে পড়িয়া রহিল॥ তারে ধরি দ্বিজপুত্র ঘর-পানে ছোটে। পালক ছাড়ায়ে, মাংস আনন্দেতে কোটে॥ ব্রাহ্মণী দেখিয়া বলে—করিলি কি কাজ। হংস চুরি ক'রে এনে বংশে দিলি লাজ॥ কোথা হ'তে কার হাঁস আনিলি রে ঘরে। এখনি আসিয়ে তারা নিয়ে যাবে ধ'রে॥ সব দুঃখ পাসরেছি তোর মুখ চেয়ে। কেমনে রহিব বাছা, তোরে ছাড়া হ'য়ে॥ পুত্র বলে—মা গো তুমি ক'রো না বিষাদ। অকারণে সাধিও না সাধে মোর বাদ॥ কত হাঁস ছিল তথা, সংখ্যা নাহি তা'র। কে গণিবে, কে জানিবে এ কর্ম্ম আমার॥ এত শুনি ব্রাহ্মণী উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে। রন্ধন করিল পরে সেই মাংস লয়ে॥ স্নান করি আসি শেষে ব্রাহ্মণ-কুমার। পরিতোষ-সহকারে করিল আহার॥ সে দেশের রাজা যিনি, তাঁর সেই হাঁস। ব্রাহ্মণীর পুত্র যার খেয়েছিল মাস॥ হংসের রক্ষক তবে দেখে সন্ধ্যাকালে। সব হাঁস আছে, খোঁড়া হাঁস নাহি পালে॥ তখনি রাজার কাছে করে নিবেদন। সে কথা শুনিয়া রাজা হ(ই)লা ক্রুদ্ধমন॥ আজ্ঞা দিলা ভৃত্যগণে করিয়া আহ্বান। এখনি করহ সবে হাঁসের সন্ধান॥ নচেৎ সবারে দণ্ড দিব সমুচিত। সন্ধান আনিলে পুরস্কার মনোনীত॥ আজ্ঞা পেয়ে নানা স্থানে ভ্রমে গুপ্তচর। সন্ধান পাইয়া যায় ব্রাহ্মণীর ঘর॥ পাঁশ গাদা'পরে দেখে হাঁসের পালক। নিশ্চয় জানিল—চোর ব্রাহ্মণ-বালক॥ ধরিয়া লইয়া গেল রাজার নিকটে। বিচারে জানিলা রাজা, এই চোর বটে॥ কারাগারে রাখে তারে রাজার আজ্ঞায়। হোথায় ব্রাহ্মণী ঘরে করে হায় হায়॥ মাথা খুঁড়ি ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে। সবলে কপালে বক্ষে করাঘাত করে॥ ব্রাহ্মণীর কান্না শুনে প্রতিবেশিগণ। আসিয়া জিজ্ঞাসা করে শোকের কারণ॥ কাঁদিতে কাঁদিতে বিপ্র-বনিতা তখন। তাহাদের কাছে কহে সব বিবরণ॥ শুনিয়া সবাই কাঁদে ব্রাহ্মণীর দুখে।—হাহাকার শব্দ ওঠে সবাকার মুখে॥ প্রাচীনা রমণী এক করিয়া সান্ত্বন। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণীরে কহিলা তখন

মা, কাঁদিলে বল কি বা আছে ফল। সেই কার্য্য কর, যাতে হবে সুমঙ্গল॥ শুভ'চনী নামে এক আছেন দেবতা। কায়-মনে তাঁর প্রতি হও ভক্তিরতা॥ সকলের শুভ তিনি করেন বিধান। তাঁর কৃপা হলে ফিরে পাইবে সন্তান॥ পূজা মানসিক কর সবা-বিদ্যমানে। তিনিই দেবেন আনি তোমার সন্তানে॥ ফিরিয়া আসিলে পুত্র, ডাকি এয়োগণে। শুভ'চনী মার পূজা ক'রো হৃষ্ট মনে॥ সাতজন এয়োর পায়েতে দিবে জল। মুছাইবে শেষে দিয়ে আপন অঞ্চল॥ সিঁথায় সিন্দূর, হাতে ফল পাণ গুয়া। আঁচলে বান্ধিয়া দিবে খই আর মোয়া॥ এয়োদের আশীর্ব্বাদ করিবে গ্রহণ। পূজার নির্ম্মাল্য লয়ে মস্তকে ধারণ॥ এত বলি সেই বুড়ী হৈলা অন্তর্দ্ধান। কেহ তার কোথাও না পাইল সন্ধান॥ সকলে বিস্ময় মানি অবাক্ হইল। উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিল॥ ব্রাহ্মণী উঠিয়া তবে সবা-বিদ্যমানে। ভক্তিভরে শুভ'চনী মার পূজা মানে॥ সন্তানের শোকে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। উপবাসে দিন রাত কাটাইল তাই॥ শুভ'চনী মাকে মনে স্মরে নিরন্তর। প্রতিবেশিগণ গেল নিজ নিজ ঘর॥

রাত্রিকালে নৃপবর, শুইয়া পালঙ্কোপর, অচেতনে সুখে নিদ্রা যান। হেন কালে দেবী এসে, অতি ভয়ঙ্কর বেশে, তাঁহারে করেন স্বপ্নদান॥ ওরে রাজা দুরাশয়! মনে কি নাহিক ভয়? কিসে তোর এত অহঙ্কার? পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে, রাজ্য পেয়েছিস্ ব'লে, হিতাহিত নাহিক বিচার॥ একে সে ব্রাহ্মণ-পুত্র, গলে আছে যজ্ঞসূত্র, আমার পরম প্রিয় তায়। তারে কি না কারাগারে, রেখেছিস্ অন্ধকারে, লোহার শিকল দিয়ে পায়॥ কে বলে যে খোঁড়া হাঁস, চুরি ক'রে মেরে মাস, খেয়েছে তাহার দ্বিজসুত। ডাক্ না রে অনুচরে, দেখুক হাঁসের ঘরে, খোঁড়া হাঁস আছে নিদ্রাবৃত॥ প্রভাত হইলে যবে, সভায় বসিবি তবে, অগ্রে তারে করিবি উদ্ধার। আনি সভা-বিদ্যমান, সাদরে করিবি দান, সালঙ্কারা কন্যা রাজ্য আর॥ আমার বচন ধর্, সেই-মত কার্য্য কর্, থাকে যদি বাঁচিবার সাধ। করিলে ইহার আন, কিছুতে না পাবি ত্রাণ, ঘটিবে বিষম পরমাদ॥ এত বলি ক্রোধ-ভরে, বক্ষে পদাঘাত ক'রে, শুভ'চনী হ(ই)লা অন্তর্দ্ধান। করিয়া বিকট স্বর, নিদ্রা ভাঙ্গি নৃপবর, পুনরায় হ'লেন অজ্ঞান॥ শশব্যস্ত হ'য়ে রাণী, শীতল সলিল আদি

মুখে করিয়া সেচন। অনেক শুশ্রূষা করে, তবে কতক্ষণ পরে, নৃপতির হইল চেতন॥ মুখে নাহি সরে কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, কহিবে কা মহিষীরে। স্বপনের বিবরণ, হয়ে ব্যাকুলিত-মন, বহু কষ্টে অতি ধীরে ধীরে॥ দুশ্চিন্তায় দোঁহাকার, নিদ্রা না হইল আর, ক্ষণ-পরে প্রভাতা রজনী। প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া, সভার সভায় গিয়া, [illegible]

ক'রে, শুভ চিনা হ(হ)লা অন্তর্ধানা করিয়া ।।৬৫ ।। [illegible]

মুখে করিয়া সেচন। অনেক শুশ্রূষা করে, তবে কতক্ষণ পরে, নৃপতির হইল চেতন।। মুখে নাহি সরে কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, কহিতে লাগিলা মহিষীরে। স্বপনের বিবরণ, হয়ে ব্যাকুলিত-মন, বহু কষ্টে অতি ধীরে ধীরে।। দুশ্চিন্তায় দোঁহাকার, নিদ্রা না হইল আর, ক্ষণ-পরে প্রভাতা রজনী। প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া, সত্বর সভায় গিয়া, পাত্র-মিত্রে ডাকান নৃমণি।। হেন কালে হংসদল, করি শব্দ কলকল, চরিবারে বাহির হইল। খোঁড়া হাঁস তার মাঝে, চরণে নূপুর বাজে, সবে দেখি আশ্চর্য্য মানিল।। দ্রুত কারাগার হ'তে, আনিয়া ব্রাহ্মণ-সুতে, ক্ষমা চাহি সভা-বিদ্যমানে। রাজা কৈল অঙ্গীকার, সমর্পিতে রাজ্যভার, উদ্‌যোগী হইলা কন্যাদানে।। পরম সানন্দ মনে, নিমন্ত্রিয়া সর্ব্বজনে, নান্দীমুখ আদি অনুষ্ঠান। সমাপিয়া বিধিমতে, সেই দিন গোধূলীতে, করিলেন কন্যা সম্প্রদান।। সবে মাত্র এক কন্যা, রূপে গুণে বহু ধন্যা, সেই-মত হইল জামাই। দেখিতে সুন্দর-কায়, দেবী-প্রিয়পাত্র তায়, রাজার হর্ষের সীমা নাই।।

রজনী-প্রভাতে প্রতিবেশি নারীগণ। ব্রাহ্মণীর কাছে এসে কহিছে তখন।। তনয়ের তরে তুমি কাঁদিও না আর। রাজার জামাই তব হয়েছে কুমার।। মোদের কর্ত্তারা কা'ল নিমন্ত্রণে গিয়ে। বিবাহ ব্যাপার সব এসেছে দেখিয়ে।। মিথ্যা নাহি কহি মোরা, দেবতার কিরে। পুত্রবধূ সহ পুত্রে পাবে তুমি ফিরে।। ব্রাহ্মণী বলেন—তা কি এ কপালে হবে। তার মত কারে বুঝি দেখে এল তবে।। বুকে যাঁতা দিয়ে যাকে রাখে কারাগারে। কি হেতু রাজার এত দয়া হ'ল তারে।। কাঙ্গালের পুত্রে রাজা কৈল কন্যাদান। হেন অসম্ভব কথা নাহি শুনি আন।। যাতনা পাইয়ে বুঝি বাছা মোর নাই। সান্ত্বনা করিতে মোরে আসিয়াছ তাই।। এত বলি ব্রাহ্মণী চাপড় হানি বুকে। কাঁদিতে লাগিল তবে অতি মন-দুখে।। সান্ত্বনা করিয়া কেহ রাখিতে না পারে। সবাই বসিয়া রহে ঘেরি চারি ধারে।। হেন কালে বাদ্যধ্বনি শুনিবারে পেয়ে। বালক-বালিকা যত যায় সবে ধেয়ে।। ঘটা ক'রে বর-ক'নে আসি[illegible] লোকের ভিড়েতে আর স্থান নাহি পথে।। কেহ এসে ব্রাহ্মণীরে দেয় সমাচার। ওঠ ওঠ ব্রাহ্মণী গো, কেঁদো নাকো আর।। বউ নিয়ে আসিছে

তনয়। স্বচক্ষেতে দেখে এনু, মিথ্যা কভু নয়॥ আর দেরি নাই, এসে পড়িল সবাই। বর-ক'নে আনিবারে এস না গো যাই॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী ধায় পাগলের বেশে। বউ-বেটা উপস্থিত দেখে দ্বারদেশে॥ পরম আনন্দে শতবার চুমু খায়। কোলে ক'রে বাটীর ভিতরে লয়ে যায়॥ নানা দ্রব্য পশ্চাতে আসিল ভার-ভার। ঘরে দোরে উঠানে না স্থান হয় তার॥ ব্রাহ্মণী সে সব নাহি করে দরশন। শুভ'চনী-পূজার করয়ে আয়োজন॥ বর-ক'নে দাঁড়াইয়া রহিল উঠানে। পুরুতে ও এয়োগণে ডাকাইয়া, আনে॥ ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করাইল। গুয়া পাণ-আদি সব এয়োগণে দিল॥ আশীর্ব্বাদী ফুল বর-কন্যা-মাথে দিয়ে। শঙ্খধ্বনি ক'রে পরে গেল ঘরে নিয়ে॥ রাজার আদেশে আসে অনুচর-গণ। ব্রাহ্মণীর দ্রব্য সব করিতে রক্ষণ॥ ব্রাহ্মণীর বাটীর চৌদিকে শত শত। তাঁবু খাটাইয়া তারা রাখে দ্রব্য যত॥ অনেক সিপাই শান্ত্রী প্রহরী রহিল। কারিগর আসিয়া প্রাসাদ আরম্ভিল॥ ব্রাহ্মণীর সুখের অবধি নাহি আর। শুভ'চনী মার কি বা করুণা অপার॥ বিপদে পড়িলে সবে পূজা কর মায়ে। অনায়াসে উদ্ধার পাইবে সর্ব্ব-দায়ে॥ শুভ'চনী-ব্রতকথা হৈল এবে সাঙ্গ। শুনিয়া প্রণাম সবে করহ সাষ্টাঙ্গ॥

এক্ষণে সত্যনারায়ণপূজার ন্যায় দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ, ও বৈগুণ্যসমাধান করিয়া ঘট বিসর্জ্জন করিবে।

সমাপ্ত।

CITY LIFE